খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

স্বাধীনতা দিবস

- স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দ ও নিবেদিতা
- এই বাংলা শ্রীঅরবিন্দের পবিত্র পূণ্যভূমি
- শ্রীঅরবিন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ
- কিভাবে দূর হবে আমাদের মোহ

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD

M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS

★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.

M.S. ROD M.S. FLATS &

TORKARY BAR

MANUFACTURING :

★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD

GREEN TEA FACTORY

★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES

HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS

★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES

C.I. CASTING

AGRICULTURE :

★ BASANTA AGRICO-

PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

★ PAUL AUTOMOBILES

★ M&C IRON STORES

★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

।। শ্রী মাঁ ।।

**GREETINGS TO ALL
ON THE BIRTH ANNIVERSARY
OF SRI AUROBINDO, 15TH AUGUST
&
76th INDIAN
INDEPENDENCE DAY**

আর. জী.
বস্ত্র বিপনী

**RED IS THE COLOR OF
PHYSICAL ACTIVITY,
CREATIVITY**

Ajay Goyal
Mob. : 94340-46134

GREETINGS TO ALL ON THE
BIRTH ANNIVERSARY OF SRI AUROBINDO
&
76th INDIAN INDEPENDENCE DAY

"In the right view both of life and of yoga all life is either consciously or subconsciously a yoga"

- Sri Aurobindo

"भारत राष्ट्रों का गुरू है, मानव आत्मा का उसके अधिक गंभीर रोगों में चिकित्सक है ; उसके भाग्य में एक बार फिर विश्व के जीवन को नये साँचे में ढालना लिखा है।"

- Sri Aurobindo

SAPPHIRE PAPERS MILL (P) LTD.

3rd Floor, Leelashri Building, Subhash Market, George Mahabert Road,
Siliguri (W.B), Pin-734001, Phone : +91 - 0353-2431040
E-mail : info@sapphirepapers.com

BETHEL INSTITUTE FOR THEOLOGICAL STUDIES

Accredited to IATA

COURSE OFFERED :

1. Bacholor of Theology (B.Th) Residential & Extension
2. Master of Divinity (M.Div) Extension Program
3. Bacholor of Arts (B.A.)
4. Master of Arts (M.A.) IGNOU

Highlights : *First Come First Served*

1. Scholarship available for the deserving Candidates
2. Well experienced and qualified faculties
3. Well equipped class - room facilities
4. In the process of accrediting with MLCU

hurry up

2023- 2024
Admission
Open

CONTACT US:
Call - 9614302436, 6295998586
Kaziman Pradhan Road, Methibari, Darjeeling - 734002

Fourrts

The makers of :

• COPD • Bronchitis • Asthma
Pulmoclear Tablet
Acebrophylline 100 mg & N-Acetylcysteine 600 mg
Gives a breathing space

Allergic Rhinitis & Asthma
L MONTUS Tablet
Levocetirizine 5mg & Montelukast 10mg
Ensures Good Morning & A Symptom Free Day

Allergic Rhinitis & Allergic Asthma
AllerBio Capsules
Lactobacillus Paracasei GMNL 133 &
Lactobacillus Fermentum GM 090 - 4 Billion Cells
The Anti Allergic Probiotic

TERAI NURSING INSTITUTE
INC & WBNC Approved
GNM NURSING
Affiliated Hospitals
Siliguri District Hospital
Islampore Super-Speciality Hospital
Naxalbari Rural Hospital
Parent Hospital
Holy Palace Christian Hospital
BOOK YOUR SEAT
Admission Open 2023
7908-195001
www.terainursing.com

SILIGURI TERAI B.ED COLLEGE
&
SILIGURI PRIMARY TEACHERS' TRAINING COLLEGE
Recognised by NCTE, Ministry of HRD
Govt. of India
Affiliated to : WBUTTEPA & WBBPE
Admission Open for B.ED & D.EL.ED Course
Web : www.slgttc.com
E mail : slgtbc@gmail.com
CONTACT NO : 97350 61656
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427
TERAI INTERNATONAL SCHOOL
Registration No : SO185236
HOSTEL ADMISSION FOR - CLASS V to VIII
DAY BOARDING FACILITY
FULL BOARDING FACILITY
TRANSPORTATION FACILITY
EXTRA CURRICULUM ACTIVITY
উত্তরবঙ্গের
একমাত্র বাংলা মাধ্যমের
DAY BOARDING এর
সুবিধাযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
E mail : terai.tis@gmal.com
CONTACT NO : 75869 09494
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

আপনার মূল্যবান চোখের জন্য সেরা চিকিৎসা পরিষেবা

Restoring Sight, Reviving Lives

THE HIMALAYAN EYE INSTITUTE

PATIENT SAFETY & QUALITY OF CARE — NABH CERTIFIED

NABH Certified
Entry Level SHCO

রোগীর নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মানের স্বীকৃতি প্রাপ্ত (শিলিগুড়ি শাখা)

অভিজ্ঞ চক্ষু বিশেষজ্ঞ দ্বারা সাশ্রয়ী মূল্যে সুপার স্পেশালিটি চক্ষু পরিষেবা

DR. ARONI CHAKRABORTY MS	DR. SNEHA BATRA MS	DR. SANGEETA D. GOSWAMI MS, VRF	DR. SHYAMAL SAHA MS	DR. SUPRATIK BANERJEE MS	DR. SWARUP KR. ROY MS, DNB	DR. SANDIPAN BANERJEE MS, FRCS

সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত পরিকাঠামো এবং একই ছাদের নিচে সমস্ত পরিষেবা

Constellation	3D OCT	Visu Cam 500 (FFA)	Auto Refractor	Yag laser	Specular Microscope	HFA	Centurion Phaco

ঝংকার মোড়, বর্ধমান রোড, শিলিগুড়ি

✆ **0353-250 2500, 250 2501**
0353-250 2502, 250 2505

সহজে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করার জন্য
হোয়াটসঅ্যাপে রোগীর বিবরণ পাঠান

8900799992, 6297948854

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. VII Issue-2
1st August-31st August 2023 INDEPENDENCE DAY
সপ্তম বর্ষ-সংখ্যা-২ স্বাধীনতা দিবস ১৫ই শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
আগষ্ট ২০২৩ স্বাধীনতা দিবস

দাম ঃ ২০ টাকা

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ করিমুল হক (পদ্মশ্রী তথা বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা) জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), বাবলু তালুকদার (ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ারসোসাইটি), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), সজল কুমার গুহ (সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট)

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

স্বাধীনতার সদব্যবহার......................কবিতা বনিক....................০৩
ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পথ ধরে কতটা এগিয়েছে...নির্মলেন্দু দাস...০৫
আমার অতীত আমার বর্তমান......................মুকুল দাস.............০৭
কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা......মুসাফীর................১৫
জাতীয় পতাকার প্রতি মর্যাদা কিভাবে দিতে হয়,
সেটাও জানা প্রয়োজন সকলকে......বিপ্লব সেনগুপ্ত..................১৮
দেশপ্রেমিক ও মনিষীদের জীবনী ও আমরা বেশী
করে পাঠ করাচ্ছি......................সামসুল আলম.......................২১
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দ ও নিবেদিতা
....অলক মন্ডল..............................২৩
শিক্ষকতার পাশাপাশি আমি সমাজসেবার কাজ করি...চিত্তরঞ্জন সরকার..২৬
চারদিকে দেশপ্রেমের ভাবনা তৈরী হোক...অনিন্দিতা চ্যাটার্জী......২৮
স্বাধীনতা দিবসে স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরও বিশেষভাবে
স্মরণ করা হোক..আশীষ ঘোষ.....৩০
দেশের কথা চিন্তা করেই কাজ করছি.....ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল...........৩২

ঃঃ কবিতা ঃঃ

ছুটির ঘন্টা....................................সুনির্মল চক্রবর্তী................০৪
স্বাধীন কে......................শ্রী চিত্তরঞ্জন সরকার.........................০৪
স্বাধীনতা..সুনির্মল চক্রবর্তী...........০৬
অসমতার স্বাধীনতা......................গোপা দাস..........................০৬
স্বাধীনতাকে করোনা পরিহাস......................গোপা দাস............০৯
বন্দেমাতরম.....................অদিতি চক্রবর্তী..............................১৪
আসল..রিয়া মুখার্জী.....................১৪

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা গড়ে তোলার প্রয়াস.....১১
শ্রীঅরবিন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ...১২
শ্রীঅরবিন্দ এবং শ্রীমায়ের মূল্যবান সব বইয়ের সম্ভার নিয়ে গীতা জ্ঞান প্রবাহ.....১৩
সব মানুষের বুদ্ধি আছে কিন্তু ওম তৎসৎ বা তৎ বুদ্ধি কতজনের আছে?........১৩
কিভাবে দূর হবে আমাদের মোহ, আচার্য কি বলছেন.................১৭
এই বাংলা শ্রীঅরবিন্দের পবিত্র পূণ্যভূমি, বাংলাতেই আরও বেশী
বেশী করে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন নিয়ে আলোচনা হওয়া জরুরী......১৮

ঃঃ সাংস্কৃতিক প্রতিবেদন ঃঃ

শ্রদ্ধেয় শ্রীবিপ্লব মুখার্জী মহাশয়ের আত্মজীবনী এবং কর্মজীবন....১৬
লায়নের ১১২টি ক্লাবের সভাপতিদের মধ্যে সেরা সভাপতি
হিসেবে পুরস্কৃত ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল..২৫
দেশপ্রেম শিলিগুড়ি ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের....................২৯
চারদিকে দৃষ্টান্ত তৈরী করছে বিধাননগরের পরিবেশবান্ধব
কাগজ কারখানা...৩১

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

অমৃত—কথা

“‘স্বাধীনতা ও স্বাধিকার মানুষের সহজাত অধিকার’

“ কোনও দেশ বা জাতিই এখন বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। ”

“পড়াশোনা কর, লেখ, এগিয়ে যাও, কাজ করো, একমাত্র মাতৃভূমির জন্য, মায়ের সেবার জন্য। ”

“ দেশ নদী, মাঠ, জমি, পর্বত, বনের মতো বস্তুগত কোনও বিষয় নয়। আমি আমার দেশকে মাতৃজ্ঞানে আরাধনা করি। ”

“শান্তিই প্রথম শর্ত, যা ছাড়া কোনও কিছুই স্থিতিশীল হতে পারে না। ”

--শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

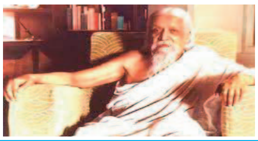

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা দিবসের ভাবনা

আবারও আমরা আর একটি স্বাধীনতা দিবসে পা দিচ্ছি, ১৫ আগস্ট, ৭৬ তম স্বাধীনতা দিবস এবারে, ২০২৩। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। স্বাধীনতার জন্য যারা লড়াই চালিয়েছিলেন, তারা স্বপ্ন দেখেছিলেন, ভারত একদিন ইংরেজ শাসন মুক্ত হবে। তাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন, স্বাধীন ভারতে কোনো জাতি বা ধর্মের বিভেদ থাকবে না। তাঁরা স্বপ্ন দেখতেন, স্বাধীন ভারতে কেউ অভুক্ত থাকবে না, সকলের অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকবে। সকলের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে আমাদের সংবিধানে। পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর মানুষদের অধিকারের কথা বলা হয়েছে আমাদের সংবিধানে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে আমরা এসবের কতটা প্রতিফলন দেখতে পারছি? দেশের মধ্যে আজও জাতিগত বৈষম্য দেখা দিচ্ছে। মনিপুরের ভয়াবহ ঘটনা আমাদের অসভ্য, বর্বর যুগের কথা স্মরন করিয়ে দিচ্ছে। এভাবে কোথাও জাতি, কোথাও ধর্ম ঘিরে অশান্তি হচ্ছে। কিন্তু সভ্যতা যখন এতটা এগিয়েছে, যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে আমরা বড়াই করছি, তখন কেন এসব বিভেদ থাকবে আমাদের মধ্যে? এখনো কেন সব মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়নি? এখনও কেন দেশে অনেক মানুষকে অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাতে হয়? এখনো কেন অনেক মানুষের বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই? এখনো কেন সব মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়নি? এখনো কেন বহু ছেলেমেয়ে বেকার অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়? অর্থ নেই এমন মানুষদের অনেকেই কেন এখনও শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত? সরকারের হাসপাতাল থাকলেও কেন সেখানে সব ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে না? কেন চিকিৎসার নামে দিকে দিকে বেসরকারি হাসপাতালের রমরমা? কেন কিছু বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার নামে লুঠপাট হচ্ছে? চিকিৎসার জন্য এ রাজ্যের মানুষকে দক্ষিন ভারতে ছুটতে হবে? সরকারি স্কুলগুলো কেন ছাত্র নেই অবস্থায় খাঁ খাঁ করছে? শিক্ষার নামে কেন বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার রমরমা বাড়ছে? যারা আর্থিক ভাবে অনগ্রসর , যারা গরিব তারাতো শিক্ষা স্বাস্থ্য কিনে নিতে পারছেন না? আর তারা শিক্ষা স্বাস্থ্য কিনে নিতে পারছেন না বলে আরও পিছিয়ে পড়বেন? স্বাধীনতার ৭৬ তম বর্ষে এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে চায়দেশের সাধারণ মানুষ।

সবশেষে সকলকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা

স্বাধীনতার সদব্যবহার

কবিতা বনিক
(মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

স্বাধীনতা প্রত্যেক জীবের জন্মগত অধিকার। প্রত্যেক জীবাত্মাই স্বাধীন। আনন্দই আত্মার স্বভাব। আত্মার খবর আমরা রাখি না বলেই বাইরে আনন্দ খুঁজে ফিরি। স্বাধীনতাও আত্মার স্বভাব। আত্মা দেহের মধ্যে যতক্ষন আছে ততক্ষন মন-বুদ্ধি কোন কিছুর সাথে যুক্ত নয়। দেহ থেকে বাইরে বের হলে সে মুক্ত অনন্ত পথের যাত্রী। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, আত্মাই অবিনাশী। সে কারনে স্বাধীনতা আত্মার স্বভাব। সেই স্বভাবের জন্যই প্রত্যেক জীব (মানুষ, পশুপাখি সহ) স্বাধীনতা চায়। আবার উচ্ছৃঙ্খলাকে স্বাধীনতা বলা অপরাধ। কারণ এতে অন্যের দুঃখ,কষ্ট বা লজ্জার বিষয় হতে হয়। উচ্ছৃঙ্খলতা হল পশু জীবযাপনের রুপ। অর্থাৎ মানব জীবন থেকে নিম্নগামিতা। এটা যেমন পারিপার্শ্বিক মানুষদের বিব্রত করে তেমনি সমাজকেও অধোগামী করে। লোভ, হিংসা আর রাগ থেকেই আসে উচ্ছৃঙ্খলতা । অথচ এগুলো মানুষের বাইরের আবরণ। এই আবরনকে ভেঙে ফেলার ও খুব সুন্দর উপায় দেখিয়েছেন আমাদের মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। প্রত্যেক মানুষই জন্ম থেকেই শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি রসে সমৃদ্ধ। প্রতিটি মানুষই অন্তরের অন্তঃস্থলে শান্তি ও আনন্দে থাকতে চায়। উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যারা আনন্দ খোঁজার চেষ্টা করে তারা সেটাকে আনন্দে থাকা মনে করলেও সে আনন্দ যে কোন মুহূর্তে নিরানন্দে পরিনত হতে পারে। আমাদের বা স্তব জীবনের দুঃখের অনুভূতিই,জগত যে ব্রহ্মের আনন্দ স্বরুপ সেইটে বোঝার সবচেয়ে বাধা। দুঃখকে নষ্ট করা বা বিলোপ সাধন করা অসম্ভব কিছুই নয়, কারণ সুখ,দুঃখ দুইই আনন্দ স্বভাবের দুটি ধারা একটা স্তিমিত আর একটা প্রতিকূল। সুখের স্তিমিত বেদনা ও দুঃখের প্রতিকূল সংস্পর্শে উদাসী না থাকাই একটা বিরাট সাধন পর্ব। যা অধ্যাত্ম জীবনের সূচনা করে। দেহ-মনের যে যন্ত্রণা তা প্রকৃতির কৌশল। আসল কথা মনই একমাত্র যন্ত্র যা দিয়ে রুপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ এসবের অনুভূতিগুলিকে মনের মধ্যে তর্জমা করে নিই। আর তখনই তার প্রকাশ আমরা বুঝতে পারি। মন একাগ্র হলে মনকে নিজের আয়ত্বে রাখা যায়। মহাপ্রভু পরীক্ষা করেই বলেছেন উচ্চৈঃস্বরে নাম সংকীর্তন করলে মন একাগ্র হয় এবং মনের যত রাগ, হিংসা, অহংকার সব দূরে হয়ে যায়। তখন ব্রাহ্মণ, চন্ডাল এর মধ্যেও প্রেমভাব গড়ে ওঠে। এভাবেই মানুষ নিজেকে দিব্যজীবন রুপান্তরিত করার সুযোগ পায়। সত্যিকারের স্বাধীনতা উপভোগ করতে হলে নিজেকে মার্জিত করা প্রয়োজন। মন যেন কোনভাবেই ইন্দ্রিয়দের অধীনে না থাকে। এই দিকে সজাগদৃষ্টি আমাদের রাখা উচিত।

আজ তাই ইতিবাচক খবরাখবরের দিকেই মানুষের মনকে চালিত করা উচিত একটা সুস্থ মানসিকতা তৈরির উদ্দেশ্যে। এভাবে মানুষের মনও সৃষ্টিশীল হতে বাধ্য। ৭৬ বছর হল আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি কিন্তু নিজেরাই নিজেদের লোভ লালসার শিকারে বন্দি। আত্ম চিন্তা ও আত্ম সমালোচনা খুব প্রয়োজন। ‘‘ খবরের ঘন্টা’’র সাথে ইতিবাচক চিন্তা ও মননের সাথে আমরা আমাদের ভারাক্রান্ত মনকে সুস্থ করে তুলি।

সকলকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা ঃ

স্বাধীন কে?

শ্রীচিত্তরঞ্জন সরকার

(প্রধান শিক্ষক, দক্ষিন শান্তিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়--- বাড়ি ঘোঘোমালি, মোবাইল ঃ ৭৯০৮২৯৮৪৩৪/৯৮৩২৪৩৫৯৯৮)

আমরা কী স্বাধীন?
দুশো বৎসর ছিলাম যখন ব্রিটিশের অধীন,
লাগাম বেঁধে দিলেন তাঁরা
সব কিছুতেই পরাধীন।

অনেক রক্ত, অনেক প্রান দিল বিসর্জন,
১৯৪৭ সালে রাত ১২ টায় ইংরেজদের হল অবসান,
স্বাধীন নামক শব্দটি মোরা পেলাম ভারতে,
বাস্তবে তার প্রয়োগ নেই দেখি নজরে।

মাৎস-ন্যায় চলছে দুনিয়ায়,
ধনীরা সব গরীব চুষে,
নেতারা ফেলে বেকায়দায়,
ইচ্ছা মতো লুটে তাঁরা,
পকেট করে ভারি,
বিচার-আচার নেই কিছু ভাই
শুধুই বাহাদুরি।
দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোঁয়া,
কেউ না ধরে টেনে,
একজন আরেকজনকে দোষে
সবাই না কী পরাধীনে।

ছাত্র থাকে শিক্ষকাধীন,
শিক্ষক সরকারাধীন,
সব কিছুরই আছে বাঁধন
কেউ তো নয় স্বাধীন!

চিত্ত চলে ব্রেনের আবেগে,
গুরু থাকে শিষ্যের নজরে,
হে ঈশ্বর , নাও তোমার অধীনে,
প্রাণে বাঁচাও রেখে ধনে-মানে-জনে।

ছুটির ঘন্টা

সুনির্মল চক্রবর্তী

(৮,অরবিন্দ রোড, সন্তোষপুর, কলকাতা-৭০০০৭৫, মোবাইল ৮০১৭৮৫৪৫২১)

ছুটির ঘন্টা এল দ্বারে
বরন করে নিলাম তারে।
ছড়ায় সেতো খুশি হাসি
শহর জুড়ে বাজায় বাঁশি,
ঘন্টা বাজে কাছে দূরে
নানান ভাবে নানান সুরে।
ছুটির ঘন্টা বেজেই চলে
এই পৃথিবীর গগন তলে।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পথ ধরে কতটা এগিয়েছে?

নির্মলেন্দু দাস
(বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও কবি, শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

ভারত স্বাধীন হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতের এমন অবস্থার উদ্ভব হলো কেমন করে যেখানে ভারত স্বাধীন ছিল। পরে পরাধীন এবং এরপর স্বাধীন। বিদেশী আক্রমন থেকে ভারতবর্ষকে বার বার রক্ষা করতে গিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরাজয়ের মুকুট পড়তে হয়েছে।

ইতিহাসবিদদের মতে হরপ্পা ও মহেঞ্জদর সিন্ধু সভ্যতা বর্তমান পাকিস্তান ও উত্তর ভারতে ছিল, এর বিস্তার ছিল ইরান সীমান্ত, দক্ষিন ভারতের গুজরাত, উত্তরে বাক্ট্রিয়া পর্যন্ত। এই বিশাল এলাকার অন্যান্য প্রধান শহর সমূহের মধ্যে হরপ্পা, মহেঞ্জদারো ছিল নগর পরিকল্পনায় শ্রেষ্ঠ। সময়কাল ৩৩০০ থেকে ১৭০০। এরপর বৈদিক যুগ ১৫০০ থেকে ৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব। পরে মগধ, মৌর্য, চোল, কুষাণ, গুপ্ত, পাল সাম্রাজ্য রাজত্ব করেছিলেন। ১২০৬ সাল থেকে শুরু হয়েছিল সুলতানী আমল। মুঘল সাম্রাজ্য চলাকালীন ১৬০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর ইংল্যান্ডের তৎকালীন রানী প্রথম এলিজাবেথ ' ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'কে ভারতীয় উপমহাদেশে বাণিজ্য করার রাজকীয় সনদ প্রদান করেছিলেন।এ সনদ কোম্পানিটিকে ১৫ বছর পর্যন্ত পূর্ব ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্য করার প্রবেশাধিকার অর্পন করেছিল।এরা ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষকে নিজেদের দখলে নিয়েছিলেন। ব্রিটিশ রাজত্ব ছিল ১৮৫৮ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত। অর্থাৎ ভারতবর্ষকে স্থায়ীভাবে বা বহু বছর ধরে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করবে-- এমন কেউ দেখিনি। এর প্রধান কারণ ছিল একসময় ভারতে অঞ্চল ভিত্তিক রাজ রাজাগণ নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে বিশেষভাবে নজর দেননি। নিজেরা নিজেদের ভোগ বিলাসে মত্ত ছিলেন। খন্ডিত অঞ্চল হওয়ার জন্য দুর্বল ছিল ভারত ভূখন্ড।এই সুযোগ ব্যবহার করে বর্হি শত্রু

আক্রমন করেছে বার বার ভারতবর্ষকে। বহু রাজতন্ত্রের নানা রকম ইচ্ছাকৃত তৈরি আইনের আঘাতে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন কুসংস্কারে পূর্ণ সমাজ রাজার আদেশ ভগবানের আদেশ মনে করে নিজেরা শান্তি অনুভব করত। পড়াশোনার ছিঁটেফোটাও ছিল না সে সময়, অন্ততঃ আজ থেকে প্রায় ২৫০ বছর আগে। ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসার পর বিদেশী আদব কায়দা যুবক সমাজ গ্রহন করে। কিছু জায়গায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিল। মেয়েরা স্কুলে গিয়েছে অনেক পরে। শাসন ব্যবস্থা ছিল কঠোর। রাস্তাঘাট, বিভিন্ন বিল্ডিং তৈরির মধ্যে দিয়ে এরা ভারতবর্ষকে স্থায়ী বাসিন্দা বানাতে চেয়েছিলেন। নিজেদের দেশ ইংল্যান্ডে পাচার করে ছিল বহু মূল্যবান ধন রত্ন ও অন্যান্য সামগ্রী। জনসাধারণ দেখে দেখে কত আর সহ্য করবে? শুরু হয়েছিল বিদ্রোহ। স্বাধীনতার লড়াই। অবিভিক্ত ভারতবর্ষ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হলো। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে শুরু হয়েছিল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। হাজার হাজার মানুষের প্রাণ গিয়েছে। শহিদ হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ। আজ ভারতের স্বাধীনতা ৭৬ বছরে পদার্পন করেছে। এরমধ্যেই নানারকম বিশৃঙ্খলা দেশকে উচ্ছন্নে যাবার ঠিকানায় পাঠাবে বলে মনে হয়। আসলে দেশের মানুষ স্বাধীন হয়েছে।মানুষের নৈতিকতা শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়নি যেমন করে ইংরেজরা প্রথমে নিরক্ষর থেকে মুক্তি পাবার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেছিলেন। প্রথমে আমি নামক অবস্থার কাজ কি বা কেন, সে সম্পর্কে ধারনা থাকতে হবে। সবার জন্য আমরা সবাই। আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে স্বার্থপরের মত সবাই যদি নিজের আখের গোছায় , তবে দেশ দুর্বল হবে, একথা বলাই যেতে পারে। আগের দিনের রাজরাজাদের মতো ভোগ বিলাসে মেতে থাকলে হারাতে হবে দেশকে। আজকে ভারতের প্রতিটি রাজ্যের মানুষ লোভাতুর , স্বার্থপর হয়ে উঠছে। নারীদের সন্মান হানি করতে পিছুপা হন না। বহু অপ্রিয় ঘটনা ঘটছে চারিদিকে। এভাবে চলতে থাকলে ভারতের রাষ্ট্র প্রধানগণ কতদিন ভারতবর্ষকে ধরে রাখতে পারবেন? এদিকে বিদেশী রাষ্ট্র আক্রমনের জন্য ওত পেতে আছে। যুদ্ধ করবার জন্য সব দেশ সামারিক বিভাগকে উন্নত করে তুলছে। পরমানু অস্ত্র দিয়ে নিমেষে শেষ করে দিতে পারে এক একটি রাজ্য। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে নেটের মাধ্যমে সব কিছু লক্ষ্য রাখছে পড়শি দেশ। দেশের অভ্যন্তরে যত বিভ্রাট থাকবে, ততই সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে পড়শি দেশগুলো। এখন থেকে আমাদের সবাইকে সাবধান হতে হবে, বুঝতে হবে, বুঝাতে হবে সবাইকে। ধর্ম যাই হোক, জাতিভেদকে প্রাধান্য দিলে চলবে না। মানব সভ্যতায় যদি সমতা না থাকে তবে দাঙ্গা লাগা কোন অস্বাভাবিকতা নয়, সেকথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আজকের মনিপুর অশান্তি এক বড় উদাহরন। সহনশীলতার হার হয়েছে ওখানে। জাতিভেদকে বড় করে দেখছেন ওখানের শান্তিপ্রিয় জনগণ। এই ধরনের পরিস্থিতি রোধ করা শুধু রাষ্ট্র নায়কদের দায়িত্ব নয়। নিজেদেরকেও বুঝতে হবে, সন্মান জানাতে হবে একজন আর একজনকে। নতুবা ভয়ঙ্কর পরিণতি অপেক্ষা করছে ভারতবর্ষে, যার ফল ভোগ করতে হবে সবাইকে।

স্বাধীনতা

সুনির্মল চক্রবর্তী

(৮,অরবিন্দ রোড, সন্তোষপুর, কলকাতা-৭০০০৭৫, মোবাইল ৮০১৭৮৫৪৫২১)

স্বাধীনতা বলোনাগো তুমি কার
পেয়েছি আমরা কত শত উপহার।
সেসব নিয়েই আমাদের পথ চলা
সেসব নিয়েই আমাদের কথা বলা।
স্বাধীনতা তুমি চেয়ে আছ কার দিকে
তোমার কথাই চারদিকে যাই লিখে।

অসমতার স্বাধীনতা

গোপা দাস

(সঙ্গীত শিল্পী ও গৃহবধূ, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

স্বাধীনতা মাটি ছুঁয়ে থাকে নন্দন কাননে
যা খুশির দেবতার পূজা দেয় মানুষ আনন্দে।
কথা তো হলো ছোট ছোট ফুলের অহঙ্কার।
একটু এদিক সেদিক হলেই করে অহঙ্কার।
ঝগড়া শুরু, পালোয়ানগিড়ি, যেন নেতার বংশ
অপহরন, লুটপাট, ধর্ষন, খুন স্বাধীনতার অংশ।
কেউ বা গড়ে অট্টালিকা চুড়ান্ত ভোগ-বিলাস,
কেউ বা ফুটপাতে থাকে , নেই তার কোন বাস।
আমি বলি অসমতার স্বাধীনতা দিলে কেন প্রভু?
বিশ্ব চরাচরে এমন বিচার তোমার দেখিনি কভু।

আমার অতীত আমার বর্তমান

মুকুল দাস
(বয়স ৯৮, শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

আমার জন্ম পূর্ব বাংলা (অধুনা বাংলাদেশ) ময়মনসিংহ। নগরবাড়ি গার্লস হাইস্কুলে পড়াশুনা করেছি। সেই সময়টা ছিল অগ্নিযুগ। মেয়েরা সেভাবে কেউ বাড়ির বাইরে বের হতে পারতো না। আমি স্কুল এবং শ্বশুর বাড়িতে যাতায়াত করতাম পাল্কি করে। তখনকার দিনে সম্ভ্রান্ত পরিবারের বৌরা পাল্কি করে যাতায়াত করতো। পাড়াগ্রাম নামক সংস্কারযুক্ত পরিবারে বিবাহ হলেও আমার স্বামী বীরেন্দ্রমোহন দাস ছিলেন সংস্কারমুক্ত। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশ ভাগের পরেও ছিল ধর্ম নিয়ে সংঘর্ষ। সে কি তান্ডব, অত্যাচার। নিজের চোখে দেখেছি দেশ ভাগ হতে। কত মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে ,তা হিসাব করে বলা যাবে না। খাদ্যাভাব হয়েছিল গ্রামেগঞ্জে, শহরে। চুরি ডাকাতি ছিনতাইতো ছিলোই। সময় বুঝে স্বামীর হাত ধরে ভারতবর্ষের কোচবিহারে চলে আসা। সংসারের সব দায়িত্ব একা হাতে সামলাতে হত। স্বামী এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসার ছিলেন। আট ছেলে মেয়েদের মানুষ করবার ভার ছিল আমার উপর। অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। এরমধ্যেই ওদের পড়া করাতাম। আমার কড়া নির্দেশ ছিল পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হবে। আমার ছেলে মেয়েরা সবাই স্কুলে ফার্স্ট বা সেকেন্ড হয়ে বাড়ি ফিরতো। আমার বাড়িতে খুশির বন্যা বইয়ে যেতো। আমি গানও গাইতাম। প্রথমে আমার বাড়ি ছিল মাথাভাঙ্গায়। ওখানে বাড়ির চারিদিকে ছিল নানারকমের গাছ। গোয়াল ঘরে সঞ্চরী নামে ছিল গরু । চার পাঁচসের দুধ দিতো। আমি দুধ ছেকতাম ছেলেমেয়েদের দুধ খাওয়ানোর জন্য। ছিল মুরগীর ঘর । ছিল সবজি বাগান। তখন আজকের দিনের মতো কৃত্রিম মুরগী (পোলট্রি) ছিল না। বাড়ির চারদিকে ছিল সজিনা, পেয়ারা, নারকেল, আম, কাঁঠাল গাছ। আমার বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলাম গোপাল নামে একজন নেপালি পরিবারকে। ওরাই এসব দেখাশোনা করতো। আমার স্বামী ছিল খুব ব্যস্ত মানুষ। পরে মাথাভাঙ্গা আর থাকা হয়নি। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য এবং স্বামীর কর্মস্থল পরিবর্তন

সকলকে স্বাধীনতা দিবস এবং শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা ঃ

সামসুল আলম

প্রধান শিক্ষক, মুরলীগঞ্জ হাইস্কুল

বিধাননগর, শিলিগুড়ি

হবার জন্য কোচবিহারে ছিলাম বাড়ি ভাড়া করা দীর্ঘ বছর। ছেলেমেয়েরা ডাক্তারিতে ভর্তি হবার জন্য টাকার প্রয়োজনে স্বল্প দামে মাথাভাঙ্গার বাড়ি বিক্রি করেছি। সন্তানেরা সবাই যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমি নানারকম কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। কখনো নানারকম সেলাই, কখনো কাঁথা তৈরি, সুতা দিয়ে বিছানার চাদর, টেবিল-ক্লথ, আরও কত কি। এরমধ্যে ডিস্ট্রিক লাইব্রেরিতে গিয়ে বই নিয়ে এসে পড়া। পড়া এক রকম নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল। লেখালেখির জগতে আসি অনেক পরে। আমার লেখা শুরু আশির দশকের মাঝামাঝি। এই সম্পর্কে আমার ছেলে(নির্মলেন্দু) ও বৌমার (গোপা) সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। প্রথম প্রথম কবিতা লিখতে সঙ্কোচ বোধ হত। কারণ আমি অনেক কবিতা পড়েছি, কিন্তু সাহস করিনি লিখতে। ভেবেছিলাম আমার দ্বারা কবিতা লেখা হবে না। কিন্তু আমার ছেলে বৌয়ের উৎসাহে লেখা শুরু করেছিলাম। বেশ কিছু পত্র পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সম্মানিত হয়েছি, পুরস্কার পেয়েছি। পেয়েছি মানুষের ভালোবাসা। এই বয়সে কি আর লিখতে পারি। মাত্র কটি গ্রন্থ। প্রথম গ্রন্থ ' গোপা গৃহে মুকুল ধরেছে জ্যোৎস্না ধারায় এর লেখিকা আমি, আমার মেয়ে জ্যোৎস্না সরকার(গত হয়েছে ২৩শে ডিসেম্বর,২০২১) এবং আমার বৌমা গোপা । এরপর লিখেছি মনে রেখো, ভাঙ্গা হাটের শব্দ নামক দুটি বই। আমি আধুনিক যুগে প্রবেশ করেও আধুনিক হতে পারিনি। সমাজ তথা দেশের নানারকম দুর্নীতি দেখে কলম ধরেছি। অসহ্য লাগে রাজনীতির নোংরামি । কত অসহায় মানুষের আর্তনাদ, মৃত্যুর বিভিষীকা। এসব ঘটনা সহজ ভাষায় তুলে ধরতে চেয়েছি আমার গ্রন্থে। এরা মানুষ হবে কবে? আমি কবিও নই, লেখিকাও নই, নিজের মনের কথা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি মাত্র। দেশ ভাগের যন্ত্রণা আমাকে পীড়া দেয়। স্বামী হারা জীবনে জীবনকে ধরে রাখার চেষ্টা করছি ছোট ছোট কবিতা লিখে এই ৯৭ বছর বয়সে। স্বভাবতঃই চলার মত শক্তি এখন নেই। ছেলে বৌয়ের যত্নে এখনো দাঁড়িয়ে আছি। বয়স বেশি হলে যে দৈহিক ও মনের কষ্ট হয় তা কাউকে বুঝিয়ে বলা যায় না। এক একটা দিন যায় দিনের মতো। মনে হয় এই বুঝি ফুরিয়ে এলোবেলা। বলার কিছু নেই। অন্তিম সত্যকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। এসব নিয়ে কিছু কিছু কথা

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ "মহাসাহিত্য"

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড ● অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

Endless Pain - 1st Part.

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ " আত্মা ও মন(গাণিতিক বিশ্লেষণ)" সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক : নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

লিখেছ আমার গ্রন্থে।

মাটি ও গাছ

যে মাটিতে পড়ে, ওঠে সেই মাটি ধরে,
তবু নিরাশ হয় না--- যায় না মরে।
শোনে না কথা, ঝড় তুফানে বৃক্ষ ভেঙ্গে পড়ে।
----তবু ছাড়বো না হাল,
আজ যদি উঠতে না পারি, উঠতে পারি কাল।
মরবো না কিছুতেই-- যদি মাটির সাথে নুয়ে পড়ি,
আস্তে আস্তে বাঁচতে পারি ওই মাটি ধরে।

তবুও বলতে হয়, সেদিন আর এদিনের মধ্যে অনেক পার্থক্য। পরিবেশ পরিস্থিতি তো আছেই, ছেলেমেয়েদের মধ্যে সহনশীলতা কমেছে। এরা নেটের যুগে নিজেদের অনেক বেশি বোঝে বলে বড়দের মানতে চায় না। এসব ছব ফুটে ওঠে কবি সাহিত্যিকদের কলমে। সেদিন আমরা যে সমস্ত কবিতা পড়েছি, তা আজও আমার মনে আছে । যেমন, ক) সময় হইলে গত কিন্তু একবার পারে না কিনিতে কেহ ক্ষণমাত্র তার--,খ) আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়--গ) অট্টালিকা নাহি মোর নাহি দাসদাসী, ক্ষতি নাই নহি আমি সে সুখ প্রয়াসী-- ইত্যাদি।

এই ধরনের অনেক কবিতা আছে যা মানুষের মনকে ভালোর দিকে কাজ করবার উৎসাহ দেয়। কবিতাগুলো শিশুদের জীবনে কিভাবে চলতে হবে, সেই বিষয়ে আলোকপাত করে। এখন এই কবিতাগুলোর কোন মূল্য নেই। পাঠ্যও নেই। জানতে পারে না নৈতিকতা কি জিনিস। অন্যদিকে বর্তমানের কবিতাগুলো বেশিরভাগ অস্পষ্ট। সহজ সরল ভাবে কিছু শেখের উপায় নেই। সর্বত্র জিলাপির প্যাঁচ। মানুষ গড়ল হয়েছে। বিষ-মনের মানসিকতা নিয়ে সমাজকে বিবর্ণ করছে। সাহিত্য পারে এদেরকে রক্ষা করতে। কিন্তু রবীন্দ্র যুগের পর কবিরা যেভাবে চলে আসছে তাতে সন্দেহ আছে দেশকে ভবিষ্যৎ এর দুর্গম স্থান থেকে রক্ষা করতে। এনিয়ে আমি ভবিষ্যৎবাণী করতে পারবো। তবে আশা করি আগত দিনে সুন্দর আলো এসে যখন এখানে পৌঁছাবে, তখন মানুষের চেহার দেখতে বেশ ভালো লাগবে।

(লেখিকা বৃদ্ধা মুকুল দীপ, শরৎ চন্দ্র পল্লী, ওয়ার্ড নম্বর ৪০, মেঘলাল রায় রোড, শিলিগুড়ি--৭৩৪০০৬, জেলা জলপাইগুড়ি)

স্বাধীনতাকে করো না পরিহাস

গোপা দাস
(সঙ্গীত শিল্পী ও গৃহবধূ, হায়দরপাড়া, শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

স্বাধীন স্বাধীন আমরা স্বাধীন কথাটা নয় অর্থহীন।
স্বাধীন বলেই চলিফিরি যেমন খুশি ধনী বা দীন।
এরপরে বাঁধে বিবাদ, আসে মুখ ঢাকা পরিবেশ
টেকা দায় সমাজে, একে কি বলি আমার দেশ?
লোভের ছাতা মাথায় ওই চলছে মানুষ চারিদিকে,
আশার আশা আশ মেটে না খুনখারাপি দিকে দিকে ।
গদির লোভ নেতা নেতা হবার, আছে চান্দি সোনার পাহাড়,
পূজাপাঠ চুলোয় যাক ওসবের নাই কোন দরকার।
স্বাধীন দেশে যা হয়েছে শিল্প, কারখানা, উন্নত নগর
এসবের অর্ধেক লুটেছে দালাল, হয়েছে সুদৃশ্য শহর।
তবু বলি সাহস যোগাও স্বাধীনতাকে করো না পরিহাস,
এক সময় আসবে ফিরে ভগবান কৃষ্ণ, রাখো বিশ্বাস।

সকলকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা

সকলকে শিক্ষক দিবসের আগাম শুভেচ্ছা

পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থা

ভবিষ্যতে দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা শুরুর চিন্তাভাবনায়

পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থা

শীঘ্রই আবারও শুরু হতে চলেছে পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড

শিলিগুড়ি

ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিককতা গড়ে তোলার প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিজ্ঞান ছাড়া সমাজ ও সভ্যতা এগিয়ে যেতে পারে না। ছেলেমেয়েরা অন্ধ কুসংস্কার ছেড়ে যতই বিজ্ঞানের আলোকে উদ্দীপ্ত হবে ততই দেশ ও সমাজের মঙ্গল। তাই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলতে শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জ লাগোয়া তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে তিন দিন ধরে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনী, আলোচনা, কুইজ এবং সিনেমা দেখানো হলো। মাটিগাড়ার উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞান কেন্দ্র ওই বিশেষ প্রয়াস নেয়। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সামগ্রী সেখানো দেখানো হয় ছাত্রছাত্রীদের। ছাত্রছাত্রীরা সেই সব সামগ্রী স্পর্শ এবং পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে হাতেকলমে অনেক শিক্ষা গ্রহন করে। বিজ্ঞান মডেলগুলোর যন্ত্রপাতি, শঙ্কুচ্ছেদ, মোবাইল ফোন এন্ড দ্য স্মার্ট ভিশন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানের কিছু সমীকরনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ম্যাজিক দেখানো হয়। সেই সব ম্যাজিক দেখে ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানের প্রতি আরও আগ্রহী হয়ে ওঠে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একদিন ক্যুইজও অনুষ্ঠিত হয়। তার পাশাপাশি বিজ্ঞান বিষয়ক সিনেমাও সেখানে প্রদর্শিত হয়। সবমিলিয়ে বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তোলা এবং বিজ্ঞানকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞান কেন্দ্রের এই প্রয়াসকে তারিফ করে ধন্যবাদ জানানো হয় তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের মাধ্যমে। শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ি থানার একটি প্রত্যন্ত এলাকা হলো বুড়াগঞ্জ। সেই প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকা থেকে শিক্ষা,সংস্কৃতি , খেলাধূলা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রসারে তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং তরাই বি এড কলেজে যে প্রয়াস ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে তা এককথায় নজিরবিহীন। সেখানকার অন্যতম প্রধান কর্নধার তথা শিক্ষক ও সমাজসেবী পুস্পজিৎ সরকার জানিয়েছেন, এবারে এলাকায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা গড়ে তুলতে তাঁরা গত ২১ থেকে ২৩শে জুলাই পর্যন্ত বিজ্ঞান সচেতনতা বৃদ্ধির অনুষ্ঠান করেছেন। সমাজের কুসংস্কার বা অন্ধকার দূর করতে এক আশ্চর্য প্রদীপ হলো বিজ্ঞান। ছেলেমেয়েদের মধ্যে যত বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটবে ততই সমাজের উন্নতি হবে। তাই তাদের এইসব কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে চলবে বলে পুস্পজিৎবাবু জানিয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ

যাঁরা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে লিপ্ত সেই রাজনৈতিক নেতাদের শুভ বুদ্ধির জন্য প্রার্থনা জানালেন আচার্য শ্রীঅখিলেশ্বর ভরদ্বাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ "তুমি আসক্তি শূন্য হইয়া সর্বদা কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর, কারণ অনাসক্ত হইয়া কর্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ পরমপদ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন।" শ্রীমদ্ভাগবত গীতার কর্মযোগ অধ্যায়ের এক অংশে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এমন পরামর্শ বা উপদেশই দিয়েছেন তাঁর পরম শিষ্য অর্জুনকে। গত ১৭ জুলাই সোমবার শিলিগুড়ি মিলন পল্লী সোমানি মিল কম্পাউন্ডের তেরাপন্থ ভবনে আয়োজিত শ্রীমদ্ভাগবত গীতা জ্ঞান প্রবাহের প্রথম দিন কর্মযোগ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একথারই পুনরাবৃত্তি করেন পরম জ্ঞানী ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানী তথা সাধক আচার্য শ্রী অখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয়। ১৭ জুলাই শুরু হওয়া সেই গীতা জ্ঞান প্রবাহের অনুষ্ঠান ২৩শে জুলাই পর্যন্ত চলে। প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত আচার্য শ্রীঅখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয় গীতার বিভিন্ন দর্শন মেলে ধরেন। তার সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বও ছিলো। শ্রীঅরবিন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি মিলন পল্লীর ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন সেই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে মানব জীবন এবং গীতার যোগ, এটাই ছিলো এই প্রবচনের মূল বিষয় । সেখানে আচার্য শ্রীঅখিলেশ্বর ভরদ্বাজ বিভিন্ন সঙ্গীতের মাধ্যমে গীতার কিছু কিছু দর্শন মেলে ধরেন। তার সঙ্গে গলা মেলান উপস্থিত শ্রোতারাও যাতে আরও সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় গীতার বিভিন্ন তত্ব। আচার্য শ্রীঅখিলেশ্বর ভরদ্বাজ বারবারই শ্রীঅরবিন্দকে স্মরন করেন, তিনি তাঁর প্রবচন আলোচনায় স্বামী বিবেকানন্দকেও স্মরন করেন। তিনি তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদয় হোক বলে প্রার্থনা করেন যারা আজ রাশিয়া ইউক্রেনের মতো যুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লিপ্ত রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, কুকুর যদি মানুষকে কামড় দেয় সেটাতেও কুকুরের অপরাধ হয় না। কেননা সে পশু, সে একটি কুকুর। কিন্তু একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে গালিগালাজ করলেও সেটা তাঁর অপরাধ হয়। তাঁর প্রবচন শুরুর আগে ভজন সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। শিলিগুড়ি মিলন পল্লীর ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের সমস্ত শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগী সহ অন্যরা সেখানে বেশ মন দিয়ে প্রবচন শোনার সঙ্গে সৎ সঙ্গে সামিল হন। পদ্মশ্রী করিমূল হক থেকে শুরু করে বরো চেয়ারম্যান তথা ওয়ার্ড কাউন্সিলর যতন সাহা, বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী ও সমাজসেবী সঞ্জয় গোলেচা, মিলন পল্লী ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের ম্যানেজিং ট্রাস্টি দিলীপ আগরওয়ালা, সম্পাদক রাজেশ কন্দোই, অনুষ্ঠানের কো-অর্ডিনেটর চন্দ্রকান্ত মোহতা, প্রজেক্ট চেয়ারম্যান ললিত কুমার গোয়েল, কো চেয়ারম্যান প্রদীপ আগরওয়ালা সহ আরও অনেকে সেখানে উপস্থিত হয়ে মন্ত্র মুগ্ধের মতো আচার্য শ্রীঅখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয়ের প্রবচন শোনেন । ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের মহিলা শিল্পী বৃন্দও সেখানে ভজন সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সবমিলিয়ে সেই সৎ সঙ্গের পরিবেশ অতীব সুন্দর হয়ে ওঠে। এইরকম সুন্দর পরিবেশ যতই সমাজে ছড়িয়ে পড়বে, যতই মানুষ অন্তর থেকে শ্রীমদ্ভাগবত গীতার যোগ দর্শন গ্রহন করবেন ততই চারদিকে ইতিবাচক ভাবনার পরিবেশ আরও দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে, তৈরি হবে শান্তির এক পবিত্র পরিবেশ সর্বোপরি মানুষ এই সংসারে বারবার জন্ম মৃত্যুর দুঃখ কষ্টের চক্র থেকে মুক্তি পাবে।

শ্রীঅরবিন্দ এবং শ্রীমায়ের মূল্যবান সব বইয়ের সম্ভার নিয়ে গীতা জ্ঞান প্রবাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সেখানে শ্রীঅরবিন্দের অনেক বই ছিলো। সেখানে শ্রীঅরবিন্দের লেখা গীতা, যোগ দর্শন, শ্রীমায়ের ওপর অনেক বই ছিলো। সেই সব বই মানুষের জীবনের অশান্তি দূর করতে সহায়ক হতে পারে। শিলিগুড়ি মিলন পল্লীর ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১৭ জুলাই থেকে শিলিগুড়ি সোমানি মিল কম্পাউন্ডের তেরাপন্থ ভবনে শুরু হয় শ্রীমদ্ভাবগীতা গীতা জ্ঞান প্রবাহ। শ্রী অরবিন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে শুরু হয় সেই গীতা আলোচনা। শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে মানব জীবন এবং গীতার যোগ নিয়ে সেখানে আলোচনা করেন হরিদ্বারের আচার্য শ্রীঅখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয়। সেই আলোচনাসভার ঘরেই ছিলো শ্রীঅরবিন্দ এবং শ্রীমায়ের অনেক বই। শিলিগুড়ি মিলন পল্লীর ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের অন্যতম কর্ণধার তথা বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী ও সমাজসেবী সঞ্জয় গোলেচা জানিয়েছেন, ২৩শে জুলাই পর্যন্ত চলে তাদের সেই সৎ সঙ্গের অনুষ্ঠান। মানুষের ভিতরের আত্মিক বিকাশের জন্য এই ধরনের সৎ সঙ্গ অত্যন্ত জরুরি। অনুষ্ঠানে বাইক এম্বুলেন্স দাদা পদ্মশ্রী করিমূল হকও বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখেন আরও অনেকে। ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের ম্যানেজিং ট্রাস্টি দিলীপ আগরওয়ালা কিছু সময়ের জন্য অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ২৩শে জুলাই পর্যন্ত বিকেল পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত সেই অনুষ্ঠান চলে। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল শ্রোতার হাতে একটি করে শ্রীমদ্ভাবগত গীতা উপহার হিসাবে তুলে দেওয়া হয়।

সব মানুষের বুদ্ধি আছে কিন্তু ওম তৎসৎ বা তৎ বুদ্ধি কতজনের আছে?

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সব মানুষের বুদ্ধি আছে। কিন্তু তৎবুদ্ধি কতজনের আছে? ওম তৎসৎ। মানে পরমাত্মা। এই তৎবুদ্ধি আমাদের চাই। যা দেখা যায় না, এই যে প্রকৃতি-শক্তি সেই তৎসৎ। শ্রীমদভাগবত গীতা জ্ঞান প্রবাহে শুক্রবার একুশে জুলাই একথা মেলে ধরেন হরিদ্বার থেকে আগত ভারত বিখ্যাত আচার্য শ্রীঅখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয়। শিলিগুড়ি মিলন পল্লীর ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন গত ১৭ জুলাই থেকে ওই পবিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শিলিগুড়ি সোমানি মিল কম্পাউন্ডের তেরাপন্থ ভবনে। ২৩শে জুলাই পর্যন্ত এই বিশেষ অনুষ্ঠন হয়। শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে মানব জীবন এবং গীতার যোগ নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখা শ্রীমদ ভাগবত গীতা থেকে সহজভাবে সেখানে মেলে ধরেন আচার্য শ্রীঅখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয়। গীতার যোগ মানুষের কাছে আরও সহজ করে তুলতে আচার্য গীতার সংস্কৃত শ্লোককে সঙ্গীতের মাধ্যমে সুন্দরভাবে মেলে ধরেন। তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে চলেন বহু পুণ্যার্থী মানুষ।

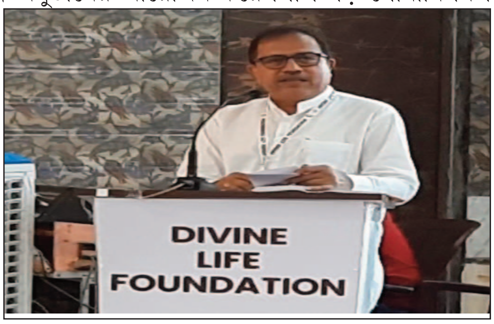

বন্দেমাতরম

অদিতি চক্রবর্তী
(গান-- চেক পোস্ট, ভক্তিনগর থানা সংলগ্ন এলাকা, শিলিগুড়ি)

বন্দেমাতরম বন্দেমাতরম
বন্দেমাতরম বন্দেমাতরম
শোনো বাজে শাঁখ নতুন ভোরে
শোনো মিলন বাঁশি বাজে সুরে।
যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই
দেশের আঙিনায়,
ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবো
মাগো তোমায়।
তোমার স্নেহের আঁচলমোদের
সুখেরই আশ্রয়
দাওমা শক্তি নাওমা ভক্তি
পাই না মোরা ভয়।
বন্দেমাতরম বন্দেমাতরম
বন্দেমাতরম বন্দেমাতরম।
লড়তে জানি মরতে জানি
মা তোমারই তরে
শান্তির দীপ জ্বলুক মাগো
সবারই ঘরে।
সকল দেশের সেরা মোদের
জন্মভূমি মা,
ধন্য আমরা তাই ভারতবাসী
তোমার নেই গো তুলনা।
বন্দেমাতরম বন্দেমারতম
বন্দেমাতরম বন্দেমাতরম।

আসল

রিয়া মুখার্জী
(শিলিগুড়ি)

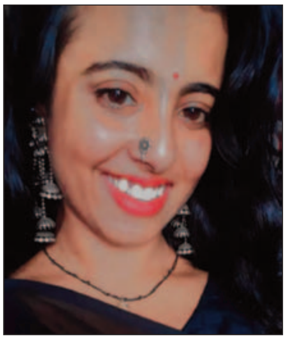

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি শুধুই ভেবে যাই,
স্বাধীনতার আসল মানে কি তা বুঝতে আমি চাই,
মাতৃভাষায় চাকরি নেই, নেই সম্মান তবে কি এই স্বাধীনতা,
এই দিন দেখার জন্যই কী বীরেরা করেছিল
স্বাধীনতা সংগ্রাম,
শহিদদের সম্বন্ধে সেই কোনো নতুন প্রজন্মের জ্ঞান,
ভুলেছে বীরদের প্রতিদিন ভুলেছে করতে তাদের সন্মান,
তাদের কাছে নায়ক মানে ছায়াছবির অভিনেতা,
বৃথা তবে বীরদের জীবন কাহিনী আসলে
স্বাধীনতাটা পুরোই মিথ্যা
স্বাধীন হয়েছিলাম আমরা বুকে নিয়ে আত্মসন্মানবোধ,
তা যে আজ পুরোই ফাঁকা চলছে নাকি ডিজিটাল যুগ,
সবার চাই ইংলিশ মিডিয়ামে শিক্ষা পেতে ভালো চাকরি,
সিলেবাসের বাইরে বই পড়া তা আজ সাজে কি?
সময় থাকতে ছোটদের দিন ভারতের ইতিহাস
মুক্তিযোদ্ধাদের সম্বন্ধে জ্ঞান,
করতে শেখান তাদের সন্মান,
সংস্কৃতি রক্ষা করাই স্বাধীনতার আসল নাম।

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায়--৭)

'বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহী করতা হুঁ' ফির কিঁউ লগে হুয়ে হ্যাঁয়। ' মেরি সাধনা সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহনেকে লিয়ে। যবতক সাধনা হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক্ যায়েগী, সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হয় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়গী।গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বোললেন-- যবতক ইয়হ জলকি ধারা বহেগী তবতক গঙ্গা রহেগী। যিসদিন ইয়হ জল নহী রহেগী, উসদিন ইয়হ গঙ্গা ভি নহি রহেগী। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়।

ইয়হ কর্ম্ম হি সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্তিত কর রহা হ্যায়। কর্ম্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গা।" কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে হৃষিকেশের এই গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে তখনো গোধূলী বেলা ছিল। ---মুসাফীর)

দেখতে দেখতে মঙ্গলামাসীর মাঠ ছোট হয়ে গেলো

(গত সংখ্যার পর)

আমি ওনার খুব প্রিয় ছিলাম--- আমায় নাড়ুগোপাল বলে ডাকতেন। সবে হাঁটতে শিখেছি দিদি এবং দাদুর মেয়ে অনুরাধা যে আমার থেকে মাত্র চার বছরের বড় ছিল, দুজনে মিলে মাসির তিরিশ গজের অংশে আমাকে হাঁটতে বলতো। আমার শৈশবের হাঁটা ওই মাঠটির প্রস্থে। সেই মাঠটিই আমাদের কৈশোরের খেলাধূলা-দাপাদাপির জন্য সত্তর গজের দৈর্ঘ্যের দিকটি উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। এইভাবেই ওই মাঠটি আমাদের জীবনের বেড়ে ওঠার অবলম্বন ছিলো। মোশাকচক অঞ্চলে আনুমানিক শপাঁচেক বাড়ি বা বলা ভাল সংসার। প্রধান রাস্তাটি পুরনো দিনের পাথরের রাস্তা তার সংলগ্ন অনেক ছোট ছোট গলিপথ। তবে সমগ্র মোশাক চকটি একটি যৌথ পরিবারের মতো ছিল।সেটা বোঝা যেতো , দুর্গা পুজো , কালী পুজো, দোলযাত্রা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সময়। একটা সঙ্গবদ্ধ জীবনের ছবি প্রতিফলিত হতো। এমনটা বড় একটা দেখা যায় না। বুঝতেই পারছিস এইরকম সবাইকে নিয়ে চলা একটি সামাজিক বৃহৎ পারিবারিক পরিবেশে আমার বেড়ে ওঠা। কিছুতো প্রভাব থাকবেই। জানিস সুফী (অভি যখন খুব আবেগপ্রবন হয়ে উঠে তখন এই নামে সম্বোধন করে) আমি ঠিক ছোট স্পেসে নিজেকে মানাতে পারি না। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস -গরিব বড়লোক এই বিষয়টা আমার স্পেসের মধ্যে পড়ে না। ইয় নীড় নট টু এক্সপ্লেইন ইয়োরসেলফ মাই ডিয়ার। মোশাকচক অঞ্চলের বাঙালিদের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিলা সবাইকে নিয়ে আনন্দে থাকা। কি পুজো, কি দোলযাত্রা এমনকি পাড়ায় ছোটখাটো নাটক, জলসা অনুষ্ঠানেও বেশিরভাগ লোক যোগ দিত, অমুক গান জানে, সেই গাইবে রায় মশাই তবলায় সঙ্গত করবেন, ওর গলার স্বর খুব ভালা--উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করবে। সবাইতো আর গান বাজনা বা অভিনয় পারে না, তাই অন্যান্যরা কেউ স্টেজ বানাচ্ছে, কেউ বসার ব্যবস্থা করছে, এককথায় সবাই যোগদান করে। আবার দর্শকও চাই-- যাঁরা রয়ে গেলেন তারা দর্শক হয়ে পার্টিসিপেট করলেন। অভাব অনটন, অসুবিধা এসব ছিল থাকবেও কিন্তু তাই বলে জীবনের আনন্দকে নষ্ট করা চলবে না, এটাই ছিলো একটা অলিখিত নিয়ম এবং এটাই সমষ্টিগতভাবে ওদের বাঁচিয়ে রাখত বা বলা যায় বেঁচে থাকার মূল রস। মোশাকচক অঞ্চলে ধনী, বড়লোক ছিল, অনেকের গাড়িও ছিল। আমার সোনা দাদুরতো দুটো গাড়ি ছিল কিন্তু কারুর কোন শো অফ ছিল না। কারুর গাড়ি নেই গাড়ি দরকার, রুগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে বা রেল স্টেশনে যেতে হবে লেট নাইট ট্রেন ধরতে হবে, কোন চিন্তা নেই--পাড়ায়তো গাড়ি রয়েছেই। আমার মনে হোত-- এটা হলো গোষ্ঠীগতভাবে ভাল থাকার আনন্দযজ্ঞ, প্রত্যেকে নিজের নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী যজ্ঞে হবি প্রদান করছে। গঙ্গার ধারে যে জনবসতি ওটিই হচ্ছে মূল এবং প্রাচীন বাঙ্গালীটোলা খুব ঐতিহাসিক জায়গা। কালীবাড়ি ওদিকেই, মোশাকচকের দুর্গাস্থান অনেক পরে নির্মিত হয়। মূল বাঙ্গালীটোলাতেই অমর কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত পর্ব্বের সৃষ্টি। (ক্রমশ)

শ্রদ্ধেয় শ্রীবিপ্লব মুখার্জী মহাশয়ের আত্মজীবনী এবং কর্মজীবন

শ্রীযুক্ত বিপ্লব মুখার্জী মহাশয় তাঁর কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষা শুরু করেছিলেন মাত্র ছয় বছর বয়সে শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতি শিলা চক্রবর্তী এবং শ্রীমতি জয়ন্তী হাজরার তত্বাবধানে।

তারপর তিনি সৌভাগ্যক্রমে 'সেনী ঘরানার' একজন অভিজ্ঞ এবং ভারত বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী পন্ডিত সমরেশ চৌধুরীর তত্বাবধানে এবং বর্তমানে উনি পন্ডিত আনন্দ গুপ্তা মহাশয়ের তত্বাবধানে রয়েছেন।

১৯৯২ সালে উনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্য বিষয় নিয়ে স্নাতক হন এবং ওই একই বছরে তিনি প্রাচীন কলাকেন্দ্র চন্ডিগড় থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং নজরুল গীতিতে সঙ্গীত বিশারদ লাভ করেন।

তারপর তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে প্রথম শ্রেণীতে এম এ পাশ করেন। সেখান থেকে তাঁকে শুধু অনুষ্ঠান করার জন্য সম্মানিত করা হয়নি, উনাকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অতিথি অধ্যাপক এবং বহিরাগত পরীক্ষক ' হিসেবেও সম্মানিত করা হয়।

উনি কলকাতার 'চিন্ময় মিশন একাডেমি'-তে সঙ্গীতের শিক্ষকতা করেন। ২০০৯ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত কলকাতার 'শাখরী বেগম মেমোরিয়াল ট্রাস্ট' যেটি 'ওস্তাদ রশিদ খান' এর একাডেমী নামে পরিচিত সেখানে সঙ্গীতের গুরু হিসেবে শিক্ষকতা করেন।

২০০৬ সালে উনি ওনার নিজস্ব সঙ্গীত একাডেমী 'পরম্পরা মিউজিক একাডেমী' প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে পরম্পরা মিউজিক একাডেমী কলকাতা, হাওড়া, দমদম, উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি, কোচবিহার এবং আমেরিকার নিউইয়র্কে বিস্তৃত হয়েছে।

২০১৭ সালে উনি I.C.C.R তালিকাভুক্ত শিল্পী এবং আকাশবাণীর (ALL INDIA RADIO)Graded Artist হিসাবেও সম্মানিত হন।

'বিহান মিউজিক ' থেকে 'রাগ ও ভাব' নামে তাঁর একটি অ্যালবাম মুক্তি পায়।

উনি ' EASTERN ZONAL YOUTH FESTIVAL ' প্রথম হন এবং তাঁকে জাতীয় ও আঞ্চলিক সংবিধান অনুষ্ঠান (Concert) এ পাঠানো হয়। উনি কেরালায় জাতীয় সংহতির শিবিরে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। উনি ওনার দেশকে SAUFEST (SOUTH ASIAN UNIVERSITY FEST) হিসাবে চিত্রিত করেন।

উনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আন্তর্জাতিক সেমিনার যেটি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত তাতে প্রতিনিধিত্ব করেন। উনি রামকৃষ্ণ মিশন, দেওঘর, সুর সাগর সোসাইটি (ভবানীপুর), কলকাতা, দক্ষিন কলকাতা, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন, চৌধুরী হাউস মিশন সম্মেলন, রাজ্য মিউজিক একাডেমীর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন, স্বর উৎসব, বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম উৎসব, ধ্বনির বাৎসরিক অনুষ্ঠান (যেটি পরিচালনা করেছিলেন পন্ডিত অভিজিৎ ব্যানার্জী) এছাড়াও উত্তর গৌহাটির মহা বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব, গৌহাটি বালাজি মন্দির, কথথক কেন্দ্র দিল্লি, বেনারস, কোচিন, জম্মু, বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর, আমেরিকার মিলওয়াওকি, শিকাগো, বোস্টন, নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্ক, স্যান্ডিগো, লস এঞ্জেলস এবং আরও বিভিন্ন দেশবিদেশে উনি অনুষ্ঠান করে চলেছেন।

শ্রীবিপ্লব মুখার্জী কেরালায় দেশের 'জাতীয় সংহতির ' শিবিরে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন এবং জম্মুতে (AUFEST (SOUTH ASIAN UNIVERSITY FEST)এ নিজের দেশের প্রতিনিধি হিসেবে নিজের দেশ ভারতবর্ষকে চিত্রিত করেন।

উনি স্বনামধন্য সঙ্গীত পরিচালকদের পরিচালনায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং রেকর্ড করেন। উনি বিভিন্ন বাংলা ও হিন্দি 'টিভি সিরিয়াল' এবং 'চলচ্চিত্রের গান' লিখেছেন এবং সুরারোপিত করেছেন। উনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগের উপর প্রচুর বন্দীস তৈরি করেছেন। বিভিন্ন ঠুংরি, দাদরা এগুলিও উনি লিখে সুরারোপিত করেছেন। উনি আমেরিকায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নিউজ চ্যানেল-গুলিতে অনুষ্ঠান করে চলেছেন।

উনার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রসার আরো সমগ্র পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত হোক প্রার্থনা করি।

কীভাবে দূর হবে আমাদের মোহ, আচার্য কি বলছেন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মানুষ ধর্ম চর্চা, পুজো পাঠ করলেও মোহতে বশীভূত হয়ে পড়ছে। অথচ এই মোহই আমাদের কষ্ট বাড়িয়ে দিচ্ছে। মোহই আমাদের বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছে। কিন্তু কিভাবে আমরা মোহ থেকে মুক্ত হতে পারি তা নিয়ে আচার্য শ্রীঅখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয়ের কাছে

প্রশ্ন রাখলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগী সঞ্জয় গোলেচা। শুধু এই প্রশ্নই নয়, সঞ্জয়বাবু শুক্রবার ২১ জুলাই আচার্য শ্রীঅখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয়ের উদ্দেশ্যে আরও প্রশ্ন রাখেন, শরীর ভালো রাখার জন্য আজকাল মানুষ প্রাকৃতিক চিকিৎসা করছেন কিন্তু মনের মধ্যে যে টক্সিক বা ময়লা জমা হচ্ছে যেমন মোহ, ক্রোধ, অহঙ্কার, হিংসা ইত্যাদি সেসব টক্সিক কিভাবে দূর হবে। আচার্য শ্রীঅখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয়ের উদ্দেশ্যে আরও প্রশ্ন করা হয়। সব প্রশ্নের জবাব তিনি আধ্যাত্মিক দর্শন থেকে সুন্দরভাবে উপস্থিত শ্রোতাদের সামনে মেলে ধরেন। আচার্য শ্রীঅখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয় বলেন, মোহ আমাদের কষ্ট বাড়িয়ে দেয় একথা ঠিক। তাহলে উপায়? উপায় হলো, মোহ-র ওপর আমাদের চিন্তাভাবনা শুরু করতে হবে। কেন আমাদের মোহ, এ প্রশ্ন নিজেকেই করতে হবে। তাই কি কি কারনে বা কোন বিষয়ে আমাদের মোহ রয়েছে তার একটি তালিকা সবার আগে তৈরি করতে হবে। তারপর সেই সব মোহ নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে, কেন এই মোহ তা নিয়ে নিজের মধ্যে চিন্তাবৃদ্ধি করতে হবে। আর এই অনুশীলন চলতে থাকলে ধীরে ধীরে মোহ দুর্বল হয়ে পড়বে। আচার্য শ্রীঅখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয় অন্য প্রশ্নের জবাবে বলেন, আসন প্রাণায়াম সহ প্রাকৃতিক চিকিৎসা আজকাল এলোপ্যাথি চিকিৎসাকে বিরাট ধাক্কা দিচ্ছে এটা বেশ ভালো দিক। কিন্তু মানুষের মন সুবিধাবাদী। এমন কোনে ট্যাবলেট নেই যেটা খেলে ক্রোধ বা মোহর মতো টক্সিকগুলো চলে যাবে, এই সব টক্সিক দূর করতে হলে মানুষকে তাঁর মনের মধ্যে গভীর অর্ন্তজগতে প্রবেশ করতে হবে। মনের মধ্যে শুভ ভাব বা সৎ সঙ্গ বা ইতিবাচক ভাবনার অনুশীলন করতে হবে। গত ১৭ জুলাই থেকে শিলিগুড়ি সোমানি মিল কম্পাউন্ডের তেরাপন্থ ভবনে শুরু হয় শ্রীমদ ভাগবত গীতা জ্ঞান প্রবাহ। শ্রীঅরবিন্দর জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি মিলন পল্লীর ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন সেখানে শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে মানব জীবন এবং গীতার যোগ নিয়ে এক আধ্যাত্মিক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সেই আলোচনা সভায় আলোচনা করেন হরিদ্বার থেকে আগত আচার্য শ্রীঅখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয়। সেখানে আলোচনা শুরুর আগে ভজন সঙ্গীতের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বও চলে। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব সহজভাবে দিয়েছেন আচার্য। এই অনুষ্ঠান ২৩শে জুলাই পর্যন্ত চলে। প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তা চলে রাত আটটা পর্যন্ত শিলিগুড়ি মিলন পল্লীর ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের এই প্রয়াসের তারিফ করেন অনেকেই। বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী সঞ্জয় গোলেচা ছাড়াও প্রজেক্ট চেয়ারম্যান ললিত কুমার গোয়েল, সহ চেয়ারম্যান প্রদীপ আগরওয়ালা, ম্যানেজিন ট্রাস্টি দিলীপ আগরওয়ালা সহ সম্পাদক রাজেশ কন্দোই, কো-অর্ডিনেটর চন্দ্রকান্ত মোহতা সহ আরও অনেকে বেশ মন দিয়ে শুনেছেন ওই শ্রীমদ ভাগবত গীতা জ্ঞান প্রবাহ। সেই অনুষ্ঠানে আচার্যের বক্তব্য থেকে জীবনে চলার পথে অনেক শক্তি বা আলোর বার্তাও পান বহু মানুষ।

এই বাংলাই শ্রীঅরবিন্দের পবিত্র পুণ্যভূমি, বাংলাতেই আরও বেশি বেশি করে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন নিয়ে আলোচনা হওয়া জরুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শ্রীঅরবিন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ নিয়ে আজ সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীঅরবিন্দের দিব্য জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।এই আলোচনায় বাংলার মানুষকে আরও বেশি করে অংশগ্রহন করা উচিত। কেননা বাংলা হলো শ্রীঅরবিন্দের পবিত্র পুণ্যভূমি। এই বাংলাতেই শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব হয়েছিল ১৮৭২ সালের ১৫ই আগস্ট। ১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর এই মহামানব পার্থিব শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যান। তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক, যোগী, কবি ও জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক। ইংরেজ হটাতে ১৯১০ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একজন প্রভাবশালীনেতা হিসাবে নেতৃত্ব দেন। এরপর আলিপুর বোমা মামলায় ইংরেজ সরকার তাঁকে মিথ্যে মামলা দিয়ে জেলে পাঠায়। জেল বন্দি থাকার সময়ই এই মহামানব তথা দিব্যপুরুষ অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তিনি শুরু করেন যোগ সাধনা। এরপর জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সোজা চলে যান পন্ডিচেরীতে। সেখানে তিনি আরও বেশি বেশি করে যোগ সাধনায় মনোনিবেশ করেন এবং রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন। সেখানেই প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম। সেই দিব্য পুরুষ শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে মানব জীবন এবং গীতার যোগ নিয়ে আলোচনা করতে হরিদ্বার থেকে শিলিগুড়ি আসেন আচার্য শ্রীঅখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয়। তিনি হরিদ্বারের আনন্দম আশ্রমের সভাপতি। গোটা ভারত জুড়ে তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে গীতা, বেদ, উপনিষদ সহ আধ্যাত্মিক আলোচক হিসাবে। পরম সত্য বা আধ্যাত্মিক আলোর সন্ধানে বহু বছর আগে তিনি তাঁর পরিবার থেকে টানা সাত বছর নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবারের সদস্যরা যখন সাত বছর ধরে তাঁকে খুঁজে বেরিয়েছেন ওই সময় তিনি নিঃশব্দে আধ্যাত্মিক সাধনা করেছেন। একুশে জুলাই শুক্রবার আচার্য শ্রীঅখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয় খবরের ঘন্টার মুখোমুখি হন। তিনি সেই সময় বলেন, গোটা বিশ্ব আজ শ্রীঅরবিন্দের দর্শন নিয়ে আলোচনা করছেন, সেই সময় বাংলার মানুষকে আরও বেশি করে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন গভীরভাবে অনুসরন করা উচিত। কারন এই বাংলাই শ্রীঅরবিন্দের পবিত্র পুণ্য ভূমি। এখানেই তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল।

জাতীয় পতাকার প্রতি মর্যাদা কিভাবে দিতে হয়, সেটাও জানা প্রয়োজন সকলকে

বিপ্লব সেনগুপ্ত

(অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সমাজসেবী, কর্ণধার-পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থা, আইনজীবী, শিলিগুড়ি)

সকলকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। স্বাধীনতা দিবসের আগে বিশেষভাবে কয়েকটি আইনি সচেতনতা সম্পর্কে বলবো। তার আগে বলবো, আমরা স্বাধীনতা দিবসের দিন সবাই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি। কিন্তু জাতীয় পতাকা কিভাবে উত্তোলন করতে হয়, কিভাবে জাতীয় পতাকাকে মর্যাদা দিতে হয় , পতাকা সূর্য ডোবার আগে যে নামিয়ে আনতে হয়, অনুষ্ঠান শেষে পতাকা কিভাবে রাখতে হয় সেটাও অনেকে শিখিনি। ফলে বহু ক্ষেত্রে জাতীয় পতাকার অমর্যাদা হয়। আমরা দেশকে ভালোবাসবো অথচ জাতীয় পতাকাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করতে জানবো না তা কি করে হয়?

কিছু জনস্বার্থের আইনি সচেতনতা নিয়েও এবারের সংখ্যায় কিছু কথা বলবো। তার আগে বলে নিই, ছাত্রাবস্থা থেকেই আমি ছেলেমেয়েদের পড়াতে শুরু করি। পরবর্তীতে স্কুলে শিক্ষকতা করি। সেই সব ধরতে গেলে ৩৭-৩৮ বছর ধরে আমি শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত। আর শিক্ষকতার চাকরি থেকে অবসর নিলেও শিক্ষকতা এখনো ছেড়ে দিইনি। যেমন শিলিগুড়ির ঐতিহ্যমন্ডিত আনন্দময়ী কালিবাড়িতে যে বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের কোচিং সেন্টার চলে সেখানে আমি বিনা পয়সাতেই পালা করে ছেলেমেয়েদের পড়াই। রাজগঞ্জের পুঁটিমারিতে অবস্থিত সারদা বিদ্যামন্দির এবং শিলিগুড়ি

সেভক রোডের দুই মাইলস্থিত সারদা শিশু তীর্থের সঙ্গে আমি যুক্ত রয়েছি। এইসব স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মশৃঙ্খলা যেভাবে মেনে চলা হয় তা সত্যিই উল্লেখ করার মতো। ছোট থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নৈতিকতা, মূল্যবোধ, জীবনবোধের শিক্ষা সর্বোপরি দেশ প্রেমের ভাব তৈরি করতে এই দুটি স্কুলে যেসব কাজ করেছেন সব শিক্ষকশিক্ষিকা বা কর্মীরা তা সত্যিই তারিফ করার মতো। এবারে আসি আমার আইনি পেশার সঙ্গে। আইন পাশ অনেক দিন আগেই করেছিলাম। কিন্তু শিক্ষকতার জন্য সেই পেশাতে কাজ শুরু করতে পারতাম না। শিক্ষকতা পেশা শেষ করে বিগত চার বছরের বেশি সময় ধরেই আইন পেশাতে যুক্ত হয়ে গেলাম। কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চেই মূলত প্র্যাকটিস করছি। আমার বাবা প্রয়াত হয়েছেন, তিনি ছিলেন পুলিশের অফিসার, সজ্জন ব্যক্তি। বাবা চেয়েছিলেন আমি আইনি পেশায় যুক্ত হই। কিন্তু তা থমকে যায় তা মাঝখানে। আমার প্রয়াত স্ত্রী পূবালির সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পরও আইনি পেশা নিয়ে আমার চিন্তা করতাম। আইনি বিষয়টি আমার খুব পছন্দের জায়গা, শিক্ষকতাও ভালেবাসি। আমার স্ত্রী পূবালি দ্রুত মারা যায়। আমার ছেলে তখন ২১ দিন বয়স সেই সময় মারা যায় আমার স্ত্রী। পূবালির মৃত্যু নিয়ে অনেক আইনি লড়াই হয়। আর ওর নামে তৈরি হয় পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থা। সেই সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন মানবিক , সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্ম হয়ে আসছে। আমার মা চেয়েছিলেন , আমি যেন শিক্ষকতার পেশাতেই থাকি। কারণ পূবালি চলে যাওয়ার পর আমার মনে যে ক্ষত তৈরি হয় সেই ক্ষত অনেকটা নিরাময় হবে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত থাকলে। সেই হিসাবে শিক্ষকতার সঙ্গেই বেশি করে যুক্ত থেকেছি। কিন্তু শিক্ষকতা করতে করতেই শিক্ষকের অধিকার, ছাত্রের অধিকার প্রভৃতি নিয়ে অনেকের সঙ্গে আইনি বিষয়ে আলোচনা করেছি। বিজ্ঞানের শিক্ষক হয়ে আমি রাষ্ট্র বিজ্ঞান, আইন নিয়ে পড়াশোনা করেছি। আমার মনে হয়েছে, একজন ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান, বাণিজ্য বা কলা সব পড়ুক। কিন্তু তাঁর প্রাত্যহিক জীবনে তাঁকে চলতে গেলে তাঁকে কিছুটা আইন জানতে হবে। ভারতবর্ষের সংবিধান জানতে হবে তাদেরকে। ভারতের সংবিধান খুব সুন্দর সংবিধান। আমাদের সংবিধানে মানুষের অধিকারের কথা বলা আছে। শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়ে আমি যখন ভাবছি কি করা যায়,কেমন করে যুক্ত হবো আইনজীবী পেশার সঙ্গে, তখন সুব্রত সরকার যিনি পুরনো আইনজীবী এবং আগের সরকারের সময়কার পাব্লিক প্রসিকিউটার ছিলেন, তিনি আমাকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন। সুব্রত সরকার রাজ্য বার এসোসিয়েশনেরও সদস্য। তিনি আমার এনরোলমেন্টের জন্য সহযোগিতা করবেন বলে জানান। সেই সময় কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ শুরু হচ্ছিল জলপাইগুড়িতে। সুব্রত সরকার আমাকে বলেন, জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চই তোমার জায়গা। প্রথম প্রথম তার কাছেই যেসব মামলা আসতো, রিট পিটিশনের মামলা সেসব আমাকে দেওয়া হলো। ধীরে ধীরে আমি সার্কিট বেঞ্চে যেতে শুরু করলাম। বেশ ভালো লাগলো। মানুষের অধিকার তুলে ধরার বড় জায়গা হলো রিট বেঞ্চ। দেখলাম, মানুষের অধিকার নিয়ে এখানে বেশ লড়াই করা যাবো। ভাবলাম, আইনি পেশার মাধ্যমেও অনেক মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়।

আমি যখন প্রথম শুরু করি তখন কম বয়সী ছেলেমেয়েদের আইন পেশায় যুক্ত থাকার সংখ্যা কম ছিলো। এখন দেখছি, সংখ্যা অনেক বেড়েছে। আমাদের উত্তরবঙ্গের কম বয়সী ছেলেমেয়েরা এখন সার্কিট বেঞ্চে গিয়ে যেভাবে মামলা লড়ছেন তা সত্যিই তারিফ করার মতো এবং তা সত্যি গর্ব করার মতো দিক। শুধু কলা , বিজ্ঞান নয়, আইন একটা বিষয়। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে অনেক ভালো ভালো আইনজীবী রয়েছেন। তারা তাদের পেশা নিয়ে তাদের এলাকাতে এত ব্যস্ত যে তাঁরা সার্কিট বেঞ্চে গিয়ে মামলা লড়তে পারছেন না। কিন্তু নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা অনেকেই ব্রিলিয়ান্ট, তাঁরা অনেকে আইন পেশাতে যুক্ত হচ্ছেন। তরুন ছেলেমেয়েরা যত আইন পেশাতে যুক্ত হবেন ততই সমাজের ভালো হবে।

আজকে সাইবার সমস্যা সামনে এসেছে। ইন্টারনেট যুগ এসেছে। নেট আসার সঙ্গে সঙ্গে নেটে অনেক অপরাধ বেড়েছে। অনেক মানুষ না জেনে বুঝে মোবাইলে যাকে তাকে ওটিপি বলে দিচ্ছে, তাদের টাকা তখন হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। তরুন প্রজন্মের আইনজীবীরা কিন্তু এই সাইবার আইন নিয়ে এখন বেশ সরগড়। প্রচুর আইন কলেজ এখন তৈরি হচ্ছে। সেই আইন কলেজে বহু ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করছে। আগে একটা কথা প্রচলিত ছিলো, যার নেই কোনো গতি সেই করে ওকালতি। এখন কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

অনেক ভালো ভালো আইনজীবী উঠে আসছেন। শিলিগুড়ির অমলেশ রায়ের কথা বলছি। তিনি কলকাতাতে গিয়ে সুন্দরভাবে প্র্যাকটিস করছেন। মানুষ এখন আগের তুলনায় আইন সম্পর্কে অনেক সচেতন হয়েছেন। তবে আরও সচেতনতা দরকার। একজন চিকিৎসক তাঁর পেশার পাশাপাশি দশ শতাংশ যদি সমাজের জন্য খরচ করেন, অনেক উপকার হয়। একইভাবে শিক্ষকও তাই। আমি পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থা চালিয়েছি প্রাইভেট টিউশন করে। পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কাজ হয়েছে। সেইসব মানবিক ও সামাজিক কাজ করতে হলে দরকার অর্থ। সেই অর্থ কিন্তু এসেছে প্রাইভেট টিউশন থেকে।

আইনের ক্ষেত্রে যাদের আর্থিক ক্ষমতা রয়েছে তারা

আইনজীবীকে অবশ্যই ফী দেবেন। আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষদের কাছ থেকে আইনি ফী নিয়ে আমি আর্থিকভাবে অনগ্রসর মানুষদের আইনি সহযোগিতা করছি। অনেক আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ আছেন যাদের কোনো বিষয়ে আইনি অধিকার পাওয়া দরকার কিন্তু টাকার কারনে তিনি সেই আইনি অধিকার বা আদালত পর্যন্ত যেতে পারছেন না। সেইসব আর্থিকভাবে অনগ্রসর মানুষদের আমি আমার ফী মকুব করে দিয়ে আদালতে তাদের আইনি অধিকার পাওয়ার জন্য লড়াই করছি। আইনি পেশা থেকে সংগৃহীত অর্থ থেকে আমি অনেক সামাজিক কাজ করতে পারছি। পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থার সামাজিক কাজও এখান থেকে হবে। তবে করোনা পর্ব শুরু হওয়ার পর কিছুদিন ধরে পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থার কাজ স্থগিত রয়েছে। সম্প্রতি আমার দাদা প্রয়াত হয়েছেন। সেই কারনে পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থার কিছু অনুষ্ঠান পিছিয়ে গিয়েছে। তবে আবার তা শুরু হবে। তবে এরমধ্যেই যাদের বই, খাতা দরকার তাদের নীরবেই সেসব দেওয়া হচ্ছে।

এখন শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি কোর্ট ছাড়া হাইকোর্টে অনেক মামলা করছি আমি। অনেক মামলার নিস্পত্তি করিয়ে দিতেও উদ্যোগ নিচ্ছি। স্বামী স্ত্রীর বিরোধ, পারিবারিক বিষয় সম্পত্তি মামলার নিস্পত্তি যাতে হয় তার প্রয়াসও নিচ্ছি। এইসব মামলার জেরে অনেক সময় চলে যায়, অনেক অর্থ খরচ হয়, অনেক ক্ষতি হয় সমাজের। তাই কেউ আমার কাছে এলে আমি তাঁকে বলছি, কেন মামলা করবেন? স্বামী স্ত্রীর বিরোধ, ক্ষতি হচ্ছে সন্তানের। সেই দিকটি সামাজিক ও মানবিক দৃষিকোন থেকে বিচার করতে হবে। স্বামী স্ত্রীর বিরোধের কারনে সন্তানের যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকটি দেখতে হবে। আমি একটা কথা বলি, মামলা হবে মক্কেলের স্বার্থে। আইনজীবীর স্বার্থে মামলা হবে না। অনেক মানুষ আছেন যাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ তারাও না বুঝেশুনে মামলা মোকদ্দমাতে জড়িয়ে যাচ্ছেন। অনেকে ইগোর কারনে মামলায় জড়িয়ে যাচ্ছেন। তারা বুঝতে চান না। যখন বুঝতে পারেন তখন অনেক দেরি হয়ে যায়।

আমিতো মনে করি, আমার তরুন আইনজীবী এবং ভালো আইনজীবীদের নিয়ে আমরা টিম গঠন করবো। স্কুলে কলেজে গিয়ে আমি চাই আইনি সচেতনতা শুরু হোক। আজকাল চারদিকে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির হলে আইনি সচেতনতা শিবির কেন হবে না। আমার স্ত্রীর নামে যে সংস্থা রয়েছে সেই পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থার নামে বছরে অন্তত একটি আইনি সচেতনতা শিবির করবো। এই ধরনের সচেতনতা শিবির অত্যন্ত জরুরি। সাইবার ক্রাইম নিয়ে সচেতনতা হওয়া দরকার। সব জায়গায় কিছু ভালো দিকও রয়েছে। ভালো কিছু জিনিস না থাকতো তবে একদম ধ্বংসাত্মক হয়ে যেতো সমাজ।

আবার কতগুলো বিষয় আছে যেগুলো আইন করেও কিছু হবে না। আইন আছে যেমন যে কোনো স্থানে মলমূত্র প্রয়োগ করা যাবে না, প্রকাশ্যে জনবহুল স্থানে ধূমপান করা যাবে না সেটা বুঝতে হবে। শব্দ দূষন খুব হচ্ছে। হাসপাতাল বা নার্সিং হোমের সামনে অকারনে গাড়ির হর্ণ বাজানো যাবে না। ভাষা ব্যবহার সম্পর্কেও আমাদের সচেতন হতে হবে। বিয়েবাড়ির শোভাযাত্রার সামনে আজকাল বাজিপটকা খুব বাজছে, ডিজে বাজছে। ডিজে বা বাজিপটকা থেকে অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এসবের জেরে অসুস্থ মানুষের সমস্যা হচ্ছে। শোভাযাত্রার জেরে যানজট তৈরি হচ্ছে।সেই যানজটে কোনো এম্বুলেন্স আটকে যাচ্ছে বা স্কুলের ছেলেমেয়েদের গাড়ি আটকে যাচ্ছে। আইন থাকলেও এসব নিয়ে মানুষকে সচেতন হতে হবে। স্বাধীনতা দিবস পালন করার সময়ও জাতীয় পতাকার প্রতি মর্যাদা বা শ্রদ্ধা কিকরে জানতে হয় তা আমাদের জানতে হবে। আজকাল সোস্যাল মিডিয়ায় হিংসা বা অসভ্যতা বা অশ্লীলতা যেভাবে প্রকাশ্যে বিস্তারিত দেখানো হচ্ছে তা বেআইনি। তা সমাজের ক্ষতিও করছে। এটাও আজ দেখা প্রয়োজন।

শিক্ষার অধিকার, কাজের অধিকার সকলের রয়েছে। সংবিধানে সকলের অধিকারের কথা বলা আছে। আমাদের সংবিধান বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথা বলেছে। সকলে মিলেমিশে থাকার কথা বলা আছে।

সেসব আজ আমাদের বেশি করে ভাবার সময় এসেছে স্বাধীনতা দিবসের এটাই বড় বার্তা। আজ মনিপুরে কিভাবে অশান্তি হচ্ছে, যা ভাব যায় না। আমাদের এত জনজাতি, এত ভাষা, এত সংস্কৃতি রয়েছে আমাদের সকলের মধ্যে সেই বিষয়টি উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

দেশপ্রেমিক ও মনিষীদের জীবনীও আমরা বেশি করে পাঠ করাচ্ছি

সামসুল আলম
(শিক্ষা রত্ন, প্রধান শিক্ষক , মুরলীগঞ্জ হাইস্কুল, বিধান নগর শিলিগুড়ি)

সকলকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। যারা এত কষ্ট করে দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, সেই দেশপ্রেমিকদের নাম-জীবনী জানলো না তা কি করে হয়? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস কত বড় আত্মত্যাগ করেছেন দেশের জন্য। নেতাজি কত বড় লোভনীয় চাকরি ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র দেশের জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন। তা প্রাইভেট স্কুলে সেভাবে পড়ানো হয় না। নেতাজি ছাড়াও বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও আদর্শ বা অন্য বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম এসব কতটা পড়ানো হচ্ছে প্রাইভেট স্কুলে? এইসব মনিষীদের যদি আমরা বাঁচিয়ে না রাখতে পারি ছেলেমেয়েদের জন্য তবে তো সামনে ভয়াবহ বিপদ। মনিষীদের জীবনকাহিনী ছেলেমেয়েদের শৈশব থেকেই পড়াতে হবে। তবে তাদের মধ্যে আদর্শ জীবনবোধ গড়ে তুলতে হবে।

খেলার ছলে ছেলেমেয়েদের শেখাতে হবে মনিষীদের সম্পর্কে। সরকারও আনন্দধারা কর্মসূচি শুরু করেছে। একসময় বলা হোত, ভারতবর্ষ জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। শিশুদের সামনে তাই প্রেরনা আনতে হবে। আমাদের মুরলীগঞ্জ হাইস্কুল সেইদিকটি নজরে রাখছি। মনিষীদের জীবনি ছেলেমেয়েদের সামনে আমরা তুলে ধরছি। সব স্কুলে এই দিকে নজর দিতে হবে। বেশি বেশি করে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে হলে মনিষীদের জীবনী বেশি করে পড়াতে হবে। মনিষীরা দেশের জন্য কিভাবে আত্মত্যাগ করেছে তা জানতে হবে অন্তর থেকে।

যারা আমাদের দেশের মেধাবী ছেলেমেয়ে রয়েছে তারা কেন বাইরে চলে যাচ্ছে তা আমাদের সরকারকেও দেখতে হবে। মানব সম্পদের সঠিক ব্যবহার কিভাবে হতে পারে সেটার জন্য আমাদের দেশের সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে।

সমাজের একটা বিরাট অংশ যদি পিছিয়ে থাকে তবে কিন্তু উন্নয়ন হবে না। একদল পড়ার সুযোগ পাবে ,আরেকদল আছে যারা পিছিয়ে পড়া , তারা পড়ার সুযোগ পাবে না তা থাকলে চলবে না। এই যে পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা থেকে সরে যাচ্ছে তাদের কিভাবে পড়াশোনার মাধ্যমে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা যায় তা দেখতে হবে। আমাদের সংবিধান রচনা করেছেন ডঃ বি আর আম্বেদকর, তিনি কিভাবে অবহেলার মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছেন তা আমরা সকলে জানি। কিন্তু তবুও তিনি ছেড়ে দেননি। শেষে তিনি সফল হয়েছেন। আজ আমাদের দেশের যে সংবিধান তা রচনা করেছেন ডঃ বি আর আম্বেদকরই।

আমাদের একটি সরকারি স্কুল মুরলীগঞ্জ হাইস্কুল। আমাদের স্কুল সম্পর্কে অনেকেরই জানা আছে। ২০০১ সালে ৬৫ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে শুরু হয়েছিল এই স্কুল, আজ সেখানে ছাত্রছাত্রী ২৩৪৮ জন ছাত্রছাত্রী। সরকারি স্কুলে ছাত্রছাত্রী কেন কমে যাবে? তা ভাবতে হবে। সরকারি স্কুলগুলোতে ভালো শিক্ষকশিক্ষিকা রয়েছেন। শিক্ষকদের বেতনও ভালো দেওয়া হচ্ছে। তারপরও ছাত্রছাত্রী কেন কমে যাবে? এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলবো, হেলথ এন্ড হাইজিন। স্কুলগুলোতে পর্যাপ্ত টয়লেট থাকতে হবে। সম্প্রতি আমি সৌদি আরবে গিয়েছিলাম, দেখেছি সেখানে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা। আমাদের স্কুলগুলোতেও পর্যাপ্ত টয়লেট তৈরির পাশাপাশি পর্যাপ্ত স্যুইপার রাখতে হবে। স্কুল থাকবে ঝকঝকে তকতকে। কিছুসময় পরপর টয়লেট পরিস্কার রাখতে হবে। আমাদের মুরলীগঞ্জ হাইস্কুলে কিন্তু এদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। সরকার স্কুলগুলোকে ভালো করতে চাইছে, কিন্তু অনেক প্রকল্প ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের স্কুলে মেয়েদের জন্য কুড়ি থেকে ২২টি টয়লেট রয়েছে। তিন জন ঝাড়ুদার সেখানে সবসময়ের জন্য কাজে যুক্ত রয়েছেন। ছেলেদের টয়লেটও ভালো আছে। ফলে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা দেখে ছেলেমেয়েরাও খুশি হচ্ছে।

আনন্দ পাঠ স্কুলে স্কুলে শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। পড়াশোনার পাশাপাশি কোনো ছেলেমেয়ে হয়তো ভালো গাইতে পারে, কেউ হয়তো নাচতে পারে, কেউ ছবি আঁকতে ভালোবাসে। আমরা সেই সব ছেলেমেয়েদের প্রতিভা মেলে ধরতে হোয়াটস অ্যাপ

গ্রুপ করেছি। আমরা ওয়েবসাইটও খুলেছি। সেই ওয়েবসাইট খুললে ছাত্রছাত্রী বা স্কুল সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন অভিভাবকরা।

এভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা বা প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সঙ্গে অন্য প্রতিভার দিকেও নজর দিচ্ছে। ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতে ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার শুধু হবে না, তাদের ভবিষ্যতে ভালো মানুষ হতে হবে সেই শিক্ষা দিতে হবে স্কুল থেকেই। অভিভাবকদেরও বিষয়টি ভাবতে হবে। স্কুলে না গিয়ে ছেলেমেয়েরা যদি ভবিষ্যতে যদি ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার হতে চায় তবে কি তারা ভালো মানুষ হবে? তারা কি বড় হয়ে বাবামাকে দেখবে? ছেলেমেয়েদের সামাজিক দায়বদ্ধতা কিভাবে বাড়বে সেটার শিক্ষা ছোট থেকেই দিতে হবে। আমাদের স্কুলে সেটা শুরু হয়েছে। অভিভাবকদেরও সচেতন হতে হবে।

আমাদের স্কুলকে চাইল্ড ফ্রেন্ডলি করছি। একজন ছাত্র আর একজন ছাত্রের সঙ্গে বিভিন্ন সুখদুঃখ শেয়ার করছি। স্কুলে আমরা স্পোকেন ইংলিশ শুরু করেছি। বাংলা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তারা ইংরেজিতে কথা বলা শিখছে। আমাদের স্কুলে বেল বাজলে জল খেতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। সেই প্রকল্প আজ বিভিন্ন স্তরে চর্চার বিষয় হয়ে যাচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল হেলথ সাবমিটে এটা আলোচনা হয়েছে। মিড ডে মিলে আমরা মাশরুম দিচ্ছি। কম খরচে ভালো পুষ্টি পাওয়া যায় মাশরুম। করোনার পরে সবাই মাস্ক, অ্যাপ্রন, হেড ক্যাপ পড়ে। কিন্তু করোনার আগেই আমরা স্কুলে মাস্ক, অ্যাপ্রন, হেড ক্যাপের ব্যবহার শুরু করি রাঁধুনিদের জন্য। আমাদের স্কুলে এসে কোনো ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার বন্দোবস্তও করেছি। পাশের একটি নার্সিং হোমের সঙ্গে আমরা টাইআপ করেছি। অভিভাবকদের ওপর এরজন্য কোনো চাপ তৈরি হচ্ছে না। ছেলেমেয়েদের আমরা কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিতও করে তুলছি। মূল সিলেবাস শিক্ষার পাশাপাশি তাদের ক্যারিয়ার কিভাবে ভবিষ্যতে তৈরি হবে তার জন্য ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংও শুরু করেছি।

শিক্ষার সময় যাতে সঠিক প্রযুক্তির ব্যবহার হয় সেদিকেও আমরা নজর রেখেছি।

সব শিক্ষকশিক্ষিকা, অভিভাবক , কর্মী সকলের সহযোগিতা নিয়ে আমাদের মুরলীগঞ্জ হাইস্কুল এগিয়ে চলেছে। অনেকে আজকাল ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঝুঁকছে। কিন্তু মাতৃভাষার বিকল্প নেই। পৃথিবীর অনেক বড় দেশেই কিন্তু ইংরেজি অনেকে জানে না। কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা হচ্ছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে মেধার বিকাশ আরও বেশি হবে। একটা সময় তাদের ইংরেজি বা অন্য ভাষা অবশ্যই জানতে হবে। আর সব শিশুর মধ্যে প্রতিভা রয়েছে। আমরা অনেক সময় অনেক ছাত্র বা ছাত্রীকে গাধা বলে দিই। কিন্তু যাকে গাধা বলেছি, সেই ছাত্র বা ছাত্রীই ভবিষ্যতে একজন চিকিৎসক হয়েছে। কাজেই সব ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে। তাদের সেই প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তারা কিছু করতে পারে তাদের মধ্যে এই ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। তোর দ্বারা কিছু হবে না, তুই একটা গাধা এমন কথা বলা যাবে না ছাত্রছাত্রীকে। আমি পারবো, এই মনোভাব চাই। কেউ শিক্ষায় না পারলে অন্য কিছুতে সফলতে হতে পারে। কেউ খেলাধূলাতে খুব ভালো। আমাদের স্কুলে একজন ছাত্রের সঙ্গে আরেকজন ছাত্রের মধ্যে মমত্ববোধ তৈরি করার কাজও চলছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভেদের মধ্যে বাতাবরন যাতে তৈরি না হয় তার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। স্কুলে সরস্বতী পুজো হলে হিন্দু মুসলিম সব ছাত্রছাত্রী একসঙ্গে মিলে পুজোর আয়োজন করলো। সরস্বতী পুজোর উপোস হলে মুসলিম ছাত্রীও উপোসে অংশ নিয়েছে। এই যে পরস্পর বন্ধন বা সম্প্রীতির পরিবেশ ছোট থেকেই আমরা তৈরি করছি।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দ ও নিবেদিতা

অলক মন্ডল

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ। ভগিনী নিবেদিতা তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত। তিনি এ দেশের জাতীয়তাবোধকে বিপ্লবী চেতনায় রূপান্তরিত করেন। ভারতবর্ষ ছিল তাঁর উপাস্য দেবতা। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের মুক্তি। ভারতবর্ষকে তিনি স্বদেশরূপে গ্রহন করেছিলেন, তার উপর বিদেশির আধিপত্য এবং ওই শাসনের দুর্নীতি তাঁর মনে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল এবং এর হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য সর্বপ্রকার আন্দোলনের প্রতি তাঁর একান্ত সমর্থন ছিল। দেশের সকল তরুন সম্প্রদায়ের জন্য সর্বপ্রকার আন্দোলনের প্রতি তাঁর একান্ত সমর্থন ছিল। দেশের সকল তরুন সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় ভাব সঞ্চারের জন্য তিনি জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছেন। বিপ্লবী তরুণগণ তাঁর নিকট পেয়েছিলেন স্নেহ, প্রেরণা এবং আশ্রয়লাভ। দেশের মুক্তিসাধনায় তিনি বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দকেও সহযোগিতা করেছেন। নিবেদিতার সহায়তা প্রসঙ্গে শ্রী অরবিন্দ নিজে বলেছেন " বাংলায় আমার রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টায় যিনি সবচেয়ে বেশি সহায়তা করিয়াছেন তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ্য শিষ্যা--মহীয়সি নিবেদিতা"। অরবিন্দ নিবেদিতার অক্লান্ত কর্মপ্রয়াস দেশজুড়ে নতুন যুগচেতনার সৃষ্টি করেছিল।

অরবিন্দ নিবেদিতা এই দুই মহাবিপ্লবী যেদিন (২০ অক্টোবর , ১৯০২) পরস্পর মুখোমুখি পরিচিত হন। বাংলার আকাশে সেদিন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে দেখেছিলেন অমিত শক্তির স্ফুরন। ভগিনী নিবেদিতার জীবনে দুটি তারিখ স্মরনীয়। ১৮৯৬ সালের নভেম্বর মাসে যেদিন লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়, আর ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে যেদিন গুজরাটের বরোদা শহরে অরবিন্দর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাতের গুরুত্ব নিবেদিতার ব্যক্তিগত জীবনে অধিক। আর অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের গুরুত্ব বৈপ্লবিক জীবনে সমধিক।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন অরবিন্দ একদল প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে ' Indian Majlish ' নামে একটি মজলিশ গড়ে তোলেন। একটি সভায় তিনি প্রথম বিপ্লবের কথা শোনান। কিছুদিনের মধ্যেই অরবিন্দ প্রবাসীবন্ধু ও কয়েকজন আইরিশ ছাত্রদের নিয়ে গড়ে তোলেন এক বৈপ্লবিক সমিতি। সেই সমিতির নাম দেন ' Lotus and Dagger ' এই বিপ্লব সমিতির উদ্দেশ্য ছিল-- বিদেশে বসে দেশের স্বাধীনতার জন্য যথাসম্ভব কাজ করে যাওয়া। সমিতির প্রত্যেক সদস্য শপথ নিয়েছিলেন যে যেভাবে পারেন বৈদেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে স্বদেশভূমি ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। অন্যদিকে নিবেদিতা ভারতবর্ষ আসার আগে লন্ডনে থাকাকালীন আয়ারল্যান্ডের মহান বিপ্লবী প্রিন্স ক্রুপটকিনের 'Doctrine of Mutual Aid '- যা গভর্নমেন্টের অস্তিত্বকে নিষ্ক্রিয়জন মনে করে সেই আদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। Irish Home Rule আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন নিবেদিতা। এই ভারতবর্ষে এসে যে জীবন বেছে নেন তাতেও ক্রুপটকিনের আদর্শগত প্রেরণা কাজ করেছিল। অরবিন্দ-ভ্রাতা বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মতে--'নিবেদিতা ছিলেন অরবিন্দেরও অগ্রগামী'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বরোদায় যখন অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ হয় , তখন অরবিন্দ সদ্য বিদেশ থেকে ফিরে বরোদার মহারাজ গায়কোয়াডের অধীনে উচ্চপদে কর্মরত। নিবেদিতা অরবিন্দকে দেখেই বুঝেছিলেন ওই কাজ তাঁর (অরবিন্দের) যথার্থ কাজ নয়। অনুরোধ করেছিলেন বাংলায় ফিরে গিয়ে স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিতে এবং সেই কাজকে ত্বরান্বিত করতে। অরবিন্দ তখন গোপনে সুদূর বাংলায় তাঁর গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। বরোদা থেকে অরবিন্দ প্রেরিত বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় কলকাতার সার্কুলার রোডে (রাজাবাজারের নিকট) বিপ্লব সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০২ সালের প্রথমভাগে অরবিন্দ যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিপ্লব সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কলকাতায় পাঠান। নিবেদিতা তাঁর পরিচয় পেয়ে তাঁকে এই কাজে আত্মনিয়োগের জন্য বাংলায় চলে আসতে বললেন। বললেন--''কলকাতায় চলে আসুন। আজ এই মুহূর্তে সব বাঙালি এবং সমগ্র বাংলাদেশ স্বদেশি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আপনার পথ চেয়ে বসে আছেন " তা শুনে অরবিন্দ বললেন--'' এখনো সময় হয়নি। আমি আরও কিছুদিন অগোচরে থাকতে চাই। তবে সামনে কাজ করার জন্য একজন লোক চাই"। নিবেদিতা তাঁকে আশ্বাস দেন ' আপনি আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন। আমাকে আপনার বন্ধু বলিয়া জানিবেন। বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিতা নিবেদিতা তাঁর রক্তের তেজকে অরবিন্দের কাজে প্রবাহিত করার বাসনায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন।

নিবেদিতা ফরাসি জীবনীকার লিজেল রেমঁ লিখেছেন--'' নিবেদিতা বুঝেছিলেন যে অরবিন্দ ঘোষের দ্বারাই বাংলায় স্বদেশি আন্দোলনকে গতিপ্রাপ্ত করা যাবে এবং সেইসময় বাংলায় যেসব স্বদেশি এবং বিপ্লবী সংগঠনগুলো কাজ শুরু করেছিল, সেগুলোর প্রায় বেশিরভাগই তাঁর (অরবিন্দ ঘোষের) দ্বারা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত''। এরপরেই অরবিন্দ বাংলায় এসে স্বদেশি আন্দোলনের কাজকর্ম শুরু করেন এবং ছোট ছোট সব স্বদেশি আন্দোলনের সংগঠনগুলোকে (জাতীয়তাবাদী, নরমপন্থী,চরমপন্থী এবং গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলোকে পরস্পরের সাথে সংযোগস্থাপন করা এবং একই মন্ত্রে, একটি পতাকার নীচে(জাতীয় পতাকার নীচে) সমবেত করার জন্য পাঁচজনের একটি বিপ্লব কমিটি গঠন করেছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ,সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতা ছিলেন সেই কমিটির সম্পাদক এবং অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব।

বাংলার অন্যতম বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতি ভগিনী নিবেদিতার প্রত্যক্ষ মদতেই সংগঠিত হয়েছিল। কলকাতায় ফিরেই নিবেদিতা তাঁর বিপ্লবাত্মক বইগুলি বাংলার বিপ্লবীদের দ্বারা পরিচালিত গ্রন্থাগারে দান করেছিলেন। তরুন বিপ্লবীদের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল নানাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ও বিপ্লবের কাহিনী। এদের মধ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত যেন দুটি স্ফুলিঙ্গ। নিবেদিতা ওই দুজনকে আশ্বাস দিলেন কেউ তোমাদের পাশে না থাকলেও আমি চিরদিনই থাকব। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ বলেছেন- নিবেদিতা বাংলায় গুপ্তচক্রের সঙ্গে ছিলেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিবেদিতা প্রদত্ত লাইব্রেরিই ১০৮ নং আপার সার্কুলার রোডের চক্রের ছিল প্রাণ ও প্রেরণার উৎসমূল। তিনি আরও বলেছেন ' সিস্টার নিবেদিতা বাংলার এই প্রথম বিপ্লবকেন্দ্র ভেঙে তাঁর লাইব্রেরির জাতীয়তা বিষয়ক প্রায় দেড় দুশো বই নিঃস্বত্ব হয়ে দিয়েছিলেন।

নিবেদিতার ডায়েরি থেকে জানা যায় তিনি ১৯০২ সালে বক্তৃতা সফরে বাহির হয়ে অক্টোবর মাসে বরোদা গিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেন,'নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তিনি স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পূর্বেই নিবেদিতার 'কালী দি মাদার' পড়িয়া মুগ্ধ হন। নিবেদিতা বলেন, তিনি শুনিয়াছেন অরবিন্দ শক্তির উপাসক। অতঃপর উভয়ের মধ্যে রাজনীতি ও অন্যান্য আলোচনা হয়। অরবিন্দ নিবেদিতার 'কালী দি মাদার' বইটিতে অভিভূত ছিলেন। এই বইটি তাঁদের গুপ্ত সংগঠনে পাঠ্য ছিল। গবেষক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ গ্রন্থে লিখেছিলেন স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী লেডি অবলা বসু আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, জগদীশচন্দ্র বসু এবং অরবিন্দ ঘোষ উভয়েই নিবেদিতার বোস পাড়া লেনের বাড়িতে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। নিবেদিতাই স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ বইখানি অরবিন্দকে বরোদায় প্রথম সাক্ষাতের সময় পড়িতে দিয়াছিলেন। এই বইখানি পড়িয়াই অরবিন্দ যোগের প্রতি আকৃষ্ট হন।'

১৯০৩সালের জানুয়ারি মাসে বেলুড় মঠের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েগেলে তিনি কলকাতায় অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর লাইব্রেরির বইগুলি নিয়ে পলিটিক্যাল মিশনারী গড়বার উদ্দেশ্য নিয়ে অরবিন্দের বৈপ্লবিক কর্মে সহায়ক হয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, নিবেদিতার সহিত তাঁহার সহযোগিতা সম্পূর্ণরূপে গুপ্ত বিপ্লবের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল (' as my colaboration with her was solely in the secret revolutionary field ')।

স্বদেশি আন্দোলনের ফলে বিলাতী বর্জনের ধুয়ো যখন সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে নিবেদিতা তখন বলেছিলেন ' কেবল কথা আর কথা! কথা আর নয়, এবার কাজ চাই। অরবিন্দ দেশব্যাপী যে বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন নিবেদিতা তাঁর সকল শক্তি নিয়ে তাতে যোগ দেন। দার্জিলিং থেকে ফিরে এসেছিলেন অন্ততঃ বছর খানেক খাটবার মতো স্বাস্থ্য আর সামর্থ্য নিয়ে। আপনার কাজটা কি? জিজ্ঞাসা করলে নিবেদিতা জবাব দিলেন--'আমি শিক্ষয়িত্রী আমার নিজের একটি বিদ্যালয় আছে।' কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আবার অরবিন্দ ঘোষ স্থাপিত সমিতির একজন সদস্যও।

ইতিমধ্যে ১৯০৬ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের উদ্যত খর্গের বিরুদ্ধে অরবিন্দ নিবেদিতা প্রমুখের গুপ্ত সমিতির আক্রমন, সভা, সমিতি, পত্রপত্রিকায় অগ্নিবর্ষী লেখনী, জনসমাজে উত্তাল তরঙ্গমালার প্রবাহ বিস্তার করল। এসবের পাশাপাশি চলল নিবেদিতা অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির অন্তরালে মৃত্যুপাগল দামালদের প্রস্তুতিপর্ব। মানিকতলার মুরারিপুকুর রোডে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষদের বাড়িতে যে বোমা তৈরির গুপ্ত রসায়নাগারে কাজ চলছিল সে নিবেদিতার সহায়তা ছাড়া সম্ভব ছিল না। এইসব দুঃসাহসী ছেলেদের তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন বোমা তৈরির কৌশল রপ্ত করতে।

স্বদেশি আন্দোলনের সময় বিভিন্ন সভায় নিবেদিতা বক্তৃতা দিতে যেতেন। তাঁর বক্তৃতা প্রসঙ্গে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর স্মৃতিকথায় পাই ' পান্থির মাঠে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হইতে বহু সভা হয়। ভগিনী নিবেদিতাকেও ওই সকল সভায় বক্তৃতা দিতে দেখিয়াছি। তাঁহার তো বক্তৃতা নয়, যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইত। আমরা স্তব্ধ বিস্ময়ে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিতাম,আর ভাবিতাম, বলে কি? ইনি কে? কোথা থেকে আসিলেন--' যেন এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখা'।

অরবিন্দ নিবেদিতাকে 'বিপ্লবের অগ্নিশিখা' আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন-' একমাত্র নিবেদিতাই স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, আদর্শ এবং বাণীকে ভারতের জাতীয়তাবাদের খাতে প্রবাহিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। নিবেদিতা বিদেশিনী হলেও যথার্থ ভারতীয় এবং একনিষ্ঠ স্বদেশী আন্দোলনের নেত্রী'। অরবিন্দের দৃষ্টিতে নিবেদিতা 'বিপ্লবী নেতাদের অন্যতম'। লোকের সংস্পর্শে আসবার জন্য নানা জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়াতেন। খোলাখুলি সরল প্রকৃতির মানুষ , বিপ্লবের কথা সকলকে বলতেন, কোনো ঢাকাঢুকি ছিল না তাঁর। যখন বিপ্লব সম্বন্ধে কথা বলতেন, যেন তাঁর আত্মাই তাঁর খাঁটি স্বরুপ-বেরিয়ে আসত, তাঁর পুরো মন ও প্রাণ ভাষার ব্যক্ত হত। একেই বলে আগুন।

শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লব চিন্তা প্রদান করতে প্রকাশ করলেন ' বন্দেমাতরম ' পত্রিকা। এই পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ সহযোগিনী হিসেবে যোগ দেন নিবেদিতা। দুজনের শক্তিশালী কলমে শুরু হল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষন। 'বন্দেমাতরম ' দাবি তুলল পূর্ণ স্বরাজের। বয়কট আন্দোলনের চিন্তা অরবিন্দের মাধ্যমে গোটা দেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে নিবেদিতা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে বিশেষজ্ঞ সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে এতবেশি জড়িয়ে পড়লেন যে তাঁর গ্রেফতার এবং ভারত থেকে নির্বাসন অনিবার্য হয়ে উঠল। স্বামীজির ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রেফতার এবং আদালতে তাঁর হয়ে জামিনদার হওয়ায় সরকারি রোষ আরও বেশি করে তাঁর উপর পড়ল। অবশেষে ১৯০৭-এর ১৩ই আগস্ট নিবেদিতা লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। জাহাজে বসে এই সময় তিনি লিখে ফেলেন তাঁর বিখ্যাত বই ' Master As I saw Him. লন্ডনে বসে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে লিখতে শুরু করেন। লেখা পাঠাতে থাকেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায়। এই সময় বিপ্লবী ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়ে যায়। কারারুদ্ধ হন অরবিন্দ ১৯০৭ সালের ২৪ আগস্ট বন্দেমাতরম রাজদ্রোহ মামলায়। নিষিদ্ধ ঘোষণা হয় বন্দেমাতরম। 'যুগান্তর' সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত হন কারারুদ্ধ।

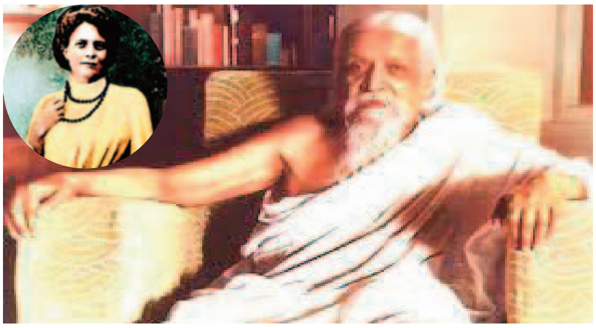

লায়নের ১১২টি ক্লাবের সভাপতিদের মধ্যে সেরা সভাপতি হিসাবে পুরস্কৃত ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিগত একবছর ২০২২-২০২৩ সালের জন্য লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি ইউনাইটেড গ্রেটারের সভাপতি ছিলেন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তার শীর্ষেন্দু পাল।লায়ন্স ক্লাব অফ ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২২ এফের অধীনে উত্তরবঙ্গ ও সিকিম মিলিয়ে ১১২টি ক্লাব রয়েছে । সেই সব ক্লাবের মধ্যে সেরা সভাপতি হিসাবে পুরস্কৃত হলেন ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল। এছাড়াও সেরা লায়ন্স সদস্য থেকে শুরু করে আরও অনেক পুরস্কার তিনি পেয়েছেন লায়ন্স ক্লাব থেকে। তিনি বিগত এক বছর যে লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি ইউনাইটেড গ্রেটারের সভাপতি ছিলেন সেই ক্লাবও কাজের জেরে সেরা পুরস্কার পেয়েছে। লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি ইউনাইটেড গ্রেটারের সভাপতি হিসাবে বহু সেবামূলক কাজের মধ্যে ডাক্তার পালের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় প্রতি রবিবার সকাল এগারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত হিলকার্ট রোডের একটি বেসরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে ডায়াবেটিস ক্লিনিক খোলা হয়েছে। আবার রবিবারই সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডেপঞ্চাশ শতাংশ ছাড়ে রোগীদের রক্ত, মল মূত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে যা শহরের মধ্যে নজিরবিহীন। বিশেষ করে লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি ইউনাইটেড গ্রেটারের সভাপতি হিসাবে ডাক্তার পালের ওই প্রয়াসের জেরে এখন বহু গরিব সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। ডাক্তার শীর্ষেন্দু পাল এসব প্রসঙ্গে বলেন, চিকিৎসা পেশায় এসেছি মানুষের সেবা করার জন্য।কাজেই চিকিৎসা এবং পরীক্ষানিরীক্ষার নামে মানুষকে লুঠপাট করে নেবো এই নীতিতে আমি বিশ্বাস করি না। তাই গরিব সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে প্রায়ই বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি গ্রহন করে থাকি।

শিক্ষকতার পাশাপাশি আমি সমাজসেবার কাজ করি

চিত্তরঞ্জন সরকার

(ঘোঘোমালির বাসিন্দা, দক্ষিন শান্তিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিলিগুড়ি)

সকলকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। এবারে ৭৬তম স্বাধীনতা দিবস। প্রতিবছর এই দিবসটি আমরা আমাদের স্কুলে উদযাপন করি। স্বাধীনতার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন বা লড়াই করেছেন তাদের সম্পর্কে আমরা আলোচনা করি স্কুলে। ছাত্রছাত্রীরা সেই সব আলোচনা শুনে উদ্বুদ্ধ হয়। এবারে স্বাধীনতা দিবসের দিন আমরা শিশুদের নিয়ে নাটক , বক্তৃতা , কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে দেশপ্রেমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অনুষ্ঠান করি। ব্যান্ড বাজিয়ে আমরা প্যারেড করাই শিশুদের। আমাদের স্কুলে প্রতিদিন বিভিন্ন দেশের জাতীয় সঙ্গীত শোনানো হয়। এতে ছাত্রছাত্রীদের মনে বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলা হয়। নিজেদের দেশের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করাতে দেশের মনিষীদের জীবনী শিশুদের মধ্যে পাঠ করানো হয়। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে জানানো হয়। ১৫ই আগসট দেশ প্রেমিক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের জন্মদিন ।শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কেও আলোচনা হয় স্কুলে।

কিছুদিন আগে আমাদের স্কুলে একজন স্বামীজি আসেন। স্বামীজি নৈতিকতা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আলোচনা করেন। যোগা দিবসও পালিত হয় আমাদের স্কুলে। শিশুদের মধ্যে একঘেঁয়েমি কাটানোর জন্য ভ্রমনের ব্যবস্থাও করা হয় ।কিছুদিন আগে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টে নিয়ে যাওয়া হয়। শিশুদের বিভিন্ন সাপ দেখানো হয়। সাপ দেখলে তাদের মারা যাবে না, প্রকৃতির ভারসাম্য যাতে বজায় থাকে তার আলোচনা হয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। প্রকৃতিতে গাছ সহ কীটপতঙ্গের কি গুরুত্ব তা নিয়েও আলোচনা হয় ।

আমাদের স্কুলে রয়েছে শিশু সংসদ। একজন শিশু অসুস্থ হলে রয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রী। স্কুল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা তা দেখার জন্য পরিবেশ মন্ত্রী রয়েছেন ।ক্রীড়া মন্ত্রীও রয়েছেন, সংস্কৃতি মন্ত্রী

TATA TISCON
JOY OF BUILDING
Platinum Dealer
Berger
Paint your imagination
Sika
BUILDING TRUST
Auth. Dealer Auth. Distributor
deeessrana2013@rediffmail.com

DEE ESS ENTERPRISE

Retail outlet
46, Satyen Bose Road
Deshbandhupara
Siliguri-734004
Ph. : 0353-3591128

C & F Office :
2nd Floor Manoshi Appartment
Babupara, Satyen Bose Road
Siliguri-734004
West Bengal

রয়েছেন, রয়েছেন প্রধান মন্ত্রীও। মোট ছয় জন মন্ত্রী স্কুলের শিশুদের মধ্যে থেকে মনোনীত করা হয়। কার কবে জন্মদিন হবে তা দেখে সংস্কৃতি মন্ত্রী। কোনো ছাত্রছাত্রী শিক্ষার প্রতি অমনোযোগী হলে শিক্ষা মন্ত্রী তা লক্ষ্য রাখেন। বিগত চার বছর ধরে এমনটা চলছে। প্রতি মাসে সংসদ বসেন। দেশের প্রধান মন্ত্রীর কাজ করি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাজ কি তা বোঝানো হয় ছাত্রছাত্রীদের। শৈশব থেকেই দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করতে এই সব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

আমি নিজেই বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীকে বাইকে করে স্কুলে নিয়ে যাই। আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েরা পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে পড়তে আসে। স্কুলে গরমের ছুটি হলেও বাড়ি বাড়ি গিয়ে কোন ছাত্র বা ছাত্রীর কি সমস্যা তা আমি নিজে খতিয়ে দেখি। কারও খাতা না থাকলে কিনে দিই, কারও কলম না থাকলে তা কিনে দিই। কোন শিশু কোন বিষয়ে পারদর্শী তা আমরা খবর নিই। কেউ আঁকতে ভালোবাসলে তার ছবি তুলে আমাদের হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে ছেড়ে দিই। কেউ ভালো গান গাইলে তার গান রেকর্ড করে হোয়াটস অ্যাপে গ্রুপে ছেড়ে দিই। আসলে তাদের প্রতিভাকে উস্কে দেয়ার চেষ্টা। মাস গেলে বেতন পাবো এই ভাবনা থেকে কাজ করি না। কোনো শিশু অসুস্থ হলে তার পাশে থাকি।

আমি কৃষি পরিবারের ছেলে। বাবাও কৃষক ছিলেন। মাধ্যমিক পাশ করার আগে হলদিবাড়ি গ্রামে আমি কৃষি কাজ করেছি। নিজে শাকসব্জি ফলিয়েছি। এখন সময় সব্জি চাষ করতে লাঙল দিয়েছি জমিতে। এখন ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার থেকে অন্য ছাত্রছাত্রীদের মানুষ তৈরির করার চাষ শুরু করেছি। আমার স্বপ্ন ছিলো একটা সরকারি চাকরি করবো। তারপর শিক্ষকতার চাকরিতে সুযোগ পেয়ে যাই। আজ প্রায় ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষকতা করছি। আমার হাত দিয়ে পড়াশোনা করে বিদেশে ফরেন সার্ভিসে রয়েছেন এমন প্রাক্তন ছাত্রও রয়েছে। কেউ ডাক্তার বা আইনজীবী হয়েছে। শিক্ষকতার পাশাপাশি সমাজসেবার কাজ করি। শিশুদের মধ্যে ছোটথেকেই সামাজিক দায়বদ্ধতার পাঠ দেওয়ার চেষ্টা করি। শিশুদের দিয়ে আমরা সমীক্ষার কাজও করিয়েছি সম্প্রতি। কার চোখ লাল, কোন বাড়িতে জল জমে রয়েছে তা নিয়ে আমরা সমীক্ষা করিয়েছি শিশুদের নিয়ে। তারপর সেই সব রিপোর্ট পেয়ে সেইসব বাড়িতে গিয়ে আমি প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছি।

সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসাবে করোনার সময় অনেক বাড়িতে আমি ব্যক্তিগতভাবে খাদ্য পৌঁছে দিয়েছি। যেসব শিশু ছাত্রছাত্রী পয়সা দিয়ে টিউশন নিতে পারে না তাদের আমি বিনা পয়সায় কোচিং দিই।

সকলকে স্বাধীনতা দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি

এখানে চার বছর বয়স থেকে গান শেখানো হয়। গলার শব্দ কিভাবে বাড়বে, শব্দ উচ্চারন ও মনসংযোগ বাড়ানোর ট্রেনিং দেওয়া হয় এখানে। এছাড়া সারা বছর ধরে নানারকম অনুষ্ঠানের সুযোগ ও সুবন্দোবস্ত আছে। সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত

যোগাযোগ ঃ অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।
মোবাইল --- ৮৯১৮৩৩৮৮৬৭/৯৭৩৩২৮৪৬৭৮

চারদিকে দেশপ্রেমের ভাবনা তৈরি হোক

অনিন্দিতা চ্যাটার্জী
(বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী এবং সমাজসেবী, আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি)

সকলকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। আমরা স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিক্রম করে ৭৬ বছরে পা দিয়েছি। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ, পৃথিবীর এক সুন্দর দেশ। নানা ভাষা, নানা সংস্কৃতি, নানান পোশাক, নানান জাতি, নানান ধর্ম নিয়ে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। আমাদের দেশের মূল কথাই হোল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। রং আলাদা আলাদা হতে পারে কিন্তু আমাদের মূল সুর হলো আমরা ভারতবাসী। তাই স্বাধীনতার এই শুভ সময়ে একটা কথাই বেশি করে বলবো, সকলের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির বন্ধন জোরদার হোক। দ্বিতীয় যে কথাটি বলতে চাই, তা হলো আমরা আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি থেকে চা বাগানে যাই। গ্রাম ও বস্তি এলাকায় যাই মাঝেমধ্যে। অনগ্রসর ছেলেমেয়েদের মধ্যে সংস্কৃতি বা সঙ্গীত চর্চা ছড়িয়ে দিই। তাদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। দেশের কথা চিন্তা করেই এইসব কাজ করি। আমি চাই চারদিকে সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার ঘটুক যাতে দেশ আরও মজবুত হয়।

দেশপ্রেম শিলিগুড়ি ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ দেশের জন্য আমাদের যেসব মনিষী বিরাট অবদান রেখে গিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শ্রীঅরবিন্দ। প্রথমে তিনি বিপ্লবী হিসাবে পরিচিত হলেও পরবর্তীতে আধ্যাত্মিক যোগী পুরুষ হিসাবে খ্যাত লাভ করেন। তিনি পন্ডিচেরীতে আধ্যাত্মিক যোগ দর্শন সাধনা করে গিয়েছেন দিনের পর দিন। তার সঙ্গে যুক্ত হন শ্রী মা-ও। শ্রী মা এর পুরো নাম ব্লাঞ্চ রাচেল মীরা আলফাসা। তাঁর জন্ম ১৮৭৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, ফ্রান্সের প্যারিসে। ৯৫ বছর বয়সে তিনি ভারতের পন্ডিচেরীতে ১৯৭৩ সালের ১৭ নভেম্বর দেহ রাখেন, অর্থাৎ সেই সময় তাঁর তিরোধান হয়। শ্রী অরবিন্দ তাঁকে দিব্য মায়ের অবতার হিসাবে বর্ণনা করেছেন। প্রার্থনা, ধ্যান, আধ্যাত্মিক সাধনা, মায়ের বাণী তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজগুলোর মধ্যে স্মরন করার মতো। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে অরোভিল তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৪খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ তিনি প্রথম পন্ডিচেরীতে এসেছিলেন। অপরদিকে ১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের জন্ম হয় । তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় দার্শনিক, যোগী , কবি ও জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক। বন্দেমাতরম নামক সংবাদপত্র দীর্ঘদিন সম্পাদনা করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। ভারতকে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত করবার জন্য তিনি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি আধ্যাত্মিক সংস্কারক হয়ে মানুষের প্রগতি এবং আধ্যাত্মিক দর্শনের কথা সকলের মধ্যে প্রচার করেন। ১৯৫০ সালের ৫ ডিসেম্বর ৭৮ বছর বয়সে তাঁর তিরোধান হয়। দ্য লাইফ ডিভাইন, দ্য সিন্থেসিস অফ যোগ, সাবিত্রী তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্ম। শ্রীঅরবিন্দ এবং শ্রী মায়ের দর্শন, যোগ সাধনা, আধ্যাত্মিকতা এবং দেশ প্রেমের ওপর সারা বছর ধরেই কাজ করে চলেছে শিলিগুড়ি মিলন পল্লীর ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন। সেখানে রীতিমতো শ্রীঅরবিন্দ এবং শ্রী মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর প্রতি সপ্তাহে পালা করে আধ্যাত্মিক আলোচনা হয়। দেশপ্রেমের ওপর আলোচনা হয়। শ্রী মা এবং শ্রীঅরবিন্দের দর্শন অনুসরন করে মানুষ কিভাবে ভালো থাকবে তা নিয়ে আলোচনা হয় সেখানে। বিশিষ্ট শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগী সঞ্জয় গোলেচা তাঁর গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞান সেখানে মেলে ধরেন। তাছাড়া সম্পাদক রাজেশ কন্দই, কোঅর্ডিনেটর চন্দ্রকান্ত মোহতা, প্রজেক্ট চেয়ারম্যান ললিত কুমার গোয়েল, প্রদীপ আগরওয়ালা, প্রজেক্ট চেয়ারম্যান দিলীপ আগরওয়ালা সহ অন্যরা উপস্থিত থাকছেন। গতবছর থেকে শ্রীঅরবিন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ শুরু হয়েছে। সেই জন্ম সার্ধশতবর্ষ পালনের অঙ্গ হিসাবে গত বছর পনের আগস্ট নানান অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। সেই জন্ম সার্ধশতবর্ষ পালনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান এবারে পনের আগস্ট শেষ হবে। এবারেও ১৫ আগস্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনে শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে। এই জন্ম সার্ধশতবর্ষ পালনের অঙ্গ হিসাবেই গত ১৭ জুলাই থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত শ্রীমদ ভাগবত গীতা জ্ঞান প্রবাহ অনুষ্ঠান হয় শিলিগুড়ি তেরাপন্থ ভবনে। শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে মানব জীবন ও গীতা নিয়ে আধ্যাত্মিক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শিলিগুড়ি মিলন পল্লী ননিগোপাল ম্যানশনের ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন। সেখানে হরিদ্বার থেকে আসেন আচার্য অখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয়। আচার্য অখিলেশ্বর ভরদ্বাজ শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে গীতা ও মানব জীবন নিয়ে এত সুন্দর আলোচনা করেন যে সেখানকার পরিবেশ অন্যরকম হয়ে ওঠে। সেখানে সৎ সঙ্গ করতে আসেন অনেক মানুষ।

With Best Compliments From :-
CELL : 9434308147, 9832445183
E-mail : gmishra11@yahoo.com
SAHA AND MAJUMDER
CHARTERED ACCOUNTANTS
C.A. GHANSHYAM MISHRA
F.C.A., DISA (ICAI), Grad. C.W.A
SHELCON PLAZA
C-12, 1ST FLOOR
SEVOKE ROAD
SILIGURI-01

স্বাধীনতা দিবসে স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরও বিশেষভাবে স্মরন করা হোক

আশীষ ঘোষ

(শিক্ষক , পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি)

আমাদের স্বাধীনতার জন্মদিন যদি হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট, তাহলে এবছর ২০২৩ সালে স্বাধীনতা অনেকটাই প্রবীন হয়েছে। প্রতিবছর জাঁকজমকের সঙ্গেই পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস। কিন্তু যাদের জন্য আমরা স্বাধীন হয়েছি সেই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা আমরা কতটুকু বলি বা কতটুকু জানি? বিখ্যাত কিছু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম স্মরন করা হয় তাদের জন্মদিনে। কিন্তু তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে দেশের বেশিরভাগ জনসাধারণ কিছুই জানেন না। হয়ত নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বা মহাত্মা গান্ধীর কথা স্মরন করা হয়, কিন্তু আরও অনেক বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী যেমন মাস্টারদা সূর্যসেন, বাঘাযতীন, ক্ষুদিরাম , প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত , বিনয়-বাদল-দীনেশ, শ্রী অরবিন্দ ঘোষ এবং রাসবিহারী বোস এদের কথা আমরা অল্প বিস্তর জানলেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অনেকেই এদের চেনেন না। বা তাদের চেনানোরও কোনো ব্যবস্থা নেই। একটা সময় অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা বিপ্লবী বা মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করতেন। এখন তাও সেভাবে চর্চা করা হয় না। রাসবিহারী বোস অতি বড় স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। ইংরেজরা তাঁকেকোনোদিনই ধরতে পারেনি। ছদ্মবেশ ধরায় তিনি ছিলেন পটু। জাপানে চলে যাওয়ার পর তিনি আই এন এ স্থাপন করেছিলেন। নেতাজির হাতে তিনি আই এন এর ভার তুলে দেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাঁর অবদানও কম নয়। বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাসবিহারীর জীবনীর ছায়া নিয়ে রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত সাহিত্য সব্যসাচী। উত্তমকুমার এবং সুপ্রিয়াদেবী সব্যসাচী চলচ্চিত্রে অভিনয়ও করেছিলেন। যা একসময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার খুব অল্প বয়সে দেশের জন্য প্রান ত্যাগ করেছিলেন। ইংরেজদের হাতে ধরা না দিয়ে তিনি পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর বীরত্বের কথা আমাদের মধ্যে কজন জানেন? নতুন প্রজন্মকে এদের জীবনী জানানোরও কোনো ব্যবস্থা নেই। পাঠ্য বইতে যদি এদের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা হোত তাহলে এদের সম্পর্কে জানা অনেক সহজ হোত। বড়রা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে এদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। তাহলে মনে হয়, এদের সম্পর্কে জানা কিছুটা সহজ হবে।

দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য কল্পে গঠিত
Dream Haven Public charitable Educational Trustসংস্থা আপনার
সহানুভূতিপূর্ণ অনুদান ধন্যবাদসহ গ্রহণ করবে।
Donation is Exempted U/S 80G
Vide order No. 80G/cit/slg/tech/2010-11 dt. 19-8-2010
approved from 07--12-2009
visit : www.dreamhaven.in (Phone : 0353-2526076)
'মুকুন্দ মালঞ্চ', ১৮ রাসবিহারী সরনি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
দুঃস্থরা আবেদন করতে পারেন

সকলকে স্বাধীনতা দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

চারদিকে দৃষ্টান্ত তৈরি করছে বিধান নগরের পরিবেশবান্ধব কাগজ কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের দূষন আজকের দিনে বিরাট এক সঙ্কট ।একদিকে গাছ কেটে ফেলা, আরেকদিকে কার্বন দূষন। তার সঙ্গে রাসায়নিক সার ব্যবহার। সবমিলিয়ে বিভিন্ন ভাবে আমাদের পরিবেশ সঙ্কটে। পরিবেশে অন্যতম বড় সমস্যা প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার। প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ নষ্ট হয় না। প্লাস্টিক আমাদের মাটির স্তরকে ভেঙে দিচ্ছে। ভূগর্ভস্থ জলস্তরের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকেও সঙ্কটে ফেলছে। এই অবস্থায় আগের মতো কাগজের ব্যাগ,কাগজের ঠোঙা ব্যবহারের দিকে অনেকেই ঝুঁকেছেন।

শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগরে রয়েছে উত্তরপূর্ব ভারতের একমাত্র কাগজ কারখানা সাফায়ার পেপার মিল। আপনার বাড়ির ফেলে দেওয়া সব কাগজ সংগ্রহ করে এই কারখানায় রিসাইকেলিং পদ্ধতিতে আবার নতুন করে ব্যবহার উপযোগী কাগজ তৈরি করা হচ্ছে। বিধাননগরের এই কাগজ কারখানা ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলে পরিবেশবান্ধব এক কাগজ কারখানা হিসাবে সুনাম অর্জন করেছে। সেই কারখানা থেকে কাগজ সংগ্রহ করে অনেকেই কাগজের শক্তপোক্ত ঠোঙা, শক্তপোক্ত ব্যাগ তৈরি করছেন। আর সেসবই পরিবেশবান্ধব। সেই কারখানায় সুন্দর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফেলে দেওয়া কাগজ থেকে নতুন কাগজ তৈরি হচ্ছে যা সত্যি দেখবার মতো। বহু বেকারের সেখানে কর্মসংস্থান হয়েছে। বিশিষ্ট শিল্পোদ্যোগী ও সমাজসেবী সঞ্জয় গোলেচা সমাজ তথা পরিবেশের কথা চিন্তা করে এ ধরনের এক কাগজ কারখানা দিনের পর দিন চালিয়ে যাচ্ছেন উত্তরবঙ্গের বুকে। তাঁর এই পরিবেশবান্ধব ভাবনাকে সকলেই কুর্নিশ জানাচ্ছেন। তাঁর পুত্র, সাফায়ার পেপার মিলের অন্যতম ডিরেক্টর শ্রেনিক গোলেচা তাঁকে সবসময় সহযোগিতা করছেন। এই ধরনের কারখানার উৎপাদন যাতে নজির তৈরি করতে পারে গোটা ভারতে তার জন্য সব কর্মচারিও সহযোগিতা করছেন। বলা যেতে পারে এ এক দৃষ্টান্ত। প্লাস্টিক যেভাবে পরিবেশকে শেষ করে দিচ্ছে সেখানে এই কাগজ কারখানা নতুন এক আশার আলো। তাই সর্বস্তরের মানুষ বাড়ির ব্যবহার করা খবরের কাগজ থেকে অন্য কাগজ যেখানে সেখানে ডাস্টবিনে না ফেলে দিয়ে যত্ন সহকারে রিসাইকেলিংয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। আর সেই কাজটি করলে আপনিও একজন পরিবেশপ্রেমী মানুষ হিসাবে চিহ্নিত হবেন।

দেশের কথা চিন্তা করেই কাজ করছি

ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল
(বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, শিলিগুড়ি)

সকলকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। আমার দেশ ভারতবর্ষ। বড় সুন্দর বৈচিত্রময় এই দেশ। এই দেশে বহু ভাষা, বহু জাতি, বহু ধর্ম , বহু সংস্কৃতি মিলেমিশে অবস্থান করছে। পৃথিবীর কোনো দেশে এমনটা নেই। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য আমাদের দেশের মূল সুর। দেশের জন্য শিক্ষক থেকে শুরু করে চিকিৎসক, আইনজীবী, সাংবাদিক সহ বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন পেশার মানুষ নানান ভাবে সেবা করে চলেছেন। এরমধ্যে চিকিৎসকদের অবদান অস্বীকার করা যাবে না। করোনার মতো মহামারীতে প্রথম সারিতে থেকে চিকিৎসকরা কাজ করে চলেছেন। বহু চিকিৎসক করোনা আক্রান্ত রোগীর সেবা করতে গিয়ে মারা গিয়েছেন। তবু চিকিৎসকরা পিছু হটেননি। করোনা বাদ দিলেও অন্য অনেক রোগের ক্ষেত্রেও চিকিৎসকরা সবসময় দেশের সেবা করে চলেছেন। আমি আমার ব্যক্তিগত কিছু কথা স্বাধীনতা দিবসের এই সময় শেয়ার করতে চাই। চিকিৎসকদেরও পরিবার রয়েছে, তাদেরও জীবনজীবিকার বিষয় রয়েছে। কাজেই তাঁদের কাজের বিনিময়ে তাদের পারিশ্রমিক প্রয়োজন। এটা যেমন ঠিক তেমনই আমি বলবো, কে কি করছে জানি না, আমিতো দুঃস্থ অসহায় মানুষের সেবা করতে ভালোবাসি। তাই মাঝেমধ্যেই ছুটি পেলেই গ্রাম গঞ্জ বস্তি এলাকায় আমি চলে যাচ্ছি। সেই সব বস্তি বা গ্রামে গিয়ে আমি গরিব অসহায় মানুষদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করি। তাদের হাতে ওষুধও তুলে দিই। সুগার পরীক্ষা থেকে শুরু করে ব্লাড প্রেসার তাদের পরীক্ষা করি। উদ্দেশ্য একটাই গরিব মানুষগুলো যেন ভালো থাকি। তার বাইরে কখনও বস্ত্র দান , কখনও কাওকে আর্থিক সাহায্য করা সবসময়ই গরিব মানুষদের পাশে থাকতে ভালোবাসি। চেম্বার, নার্সিং হোমের ব্যস্ততাতো আছেই। তাতো থাকবেই চিকিৎসকদের। কিন্তু তাঁর ফাঁকে যখনই অবসর বা ছুটি পাই তখন গরিব অসহায় মানুষদের সেবা করতে ভালোবাসি। যতদিন বেঁচে থাকবো এভাবেই মানুষের সেবা করে যাবো। এই সেবা করার ব্রত থেকেই এসেছি এই পেশাতে। সর্বোপরি দেশের কথা চিন্তা করেই কাজ করি। সবাই যদি একটু করে নিজের নিজের কাজ সৎভাবে করে যেতেন এবং দেশের কথা সামান্য চিন্তা করেন তবে দেশের উন্নতি আরও দ্রুতগতিতে হবে। ভারতবর্ষ কিন্তু এখন গোটা বিশ্বে ক্রমশ শক্তিশালী এক দেশ হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে। কাজেই আমরা আরও শক্তিশালী হবো যদি আমরা সততার সঙ্গে সৎ পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে আরও কাজ করে যেতে পারি । ধন্যবাদ সকলকে, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। বর্ষা এখন চলছে। বাড়ির চারপাশ পরিস্কার রাখুন। কোথাও জল জমতে দেবেন না। কারণ এই সময় জমে থাকা পরিস্কার স্বচ্ছ জলেই কিন্তু ডেঙ্গু মশার লার্ভা বংশ বিস্তার করে। সতর্ক থাকুন ডেঙ্গু নিয়ে।